পাক্ষিক

# আহ্‌মদী

দশম বর্ষ — সপ্তম সংখ্যা

১৫ই মাহে শাহাদত—১৩১৯ হিঃ, শঃ ] —— [ ১৫ই এপ্রিল, ১৯৪০ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم—نحمده و نصلى على رسوله الكريم

هو الناصر

## এল্‌হামী দোয়া

### [ হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) ]

( ১ )

رب اغفر وارحم من السماء - رب لا تذرنى فرداً وانت خير الوارثين - رب اصلح امة محمد - ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين -

"হে আমার 'রাব্ব', ক্ষমা কর এবং স্বর্গ হইতে দয়া কর। হে আমার রাব্ব, আমাকে একাকী পরিত্যাগ করিও না, তুমি শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। হে আমার রাব্ব, মোহাম্মদীয় ওম্মতের 'এস্‌লাহ্' (সংস্কার সাধন) কর। হে আমাদের প্রভো, আমাদের মধ্যে এবং আমাদের জাতির মধ্যে সত্যিকার মীমাংসা কর; তুমি শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।"

ইহাও ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের এলহামী দোয়া। অতঃপর, বিরুদ্ধবাদীদিগকে চেলেঞ্জ দেওয়া হইয়াছে ও বলা হইয়াছে:—

قل اعملوا على مكانتكم وانى عامل فسوف تعلمون - ولا تقولون شى ان فاعل ذلك غدا - الخ

"তোমরা তোমাদের কৃতকার্য্যতার জন্য ব্যাপৃত থাক এবং আমিও ব্যাপৃত থাকিব, পরে দেখিবে কাহার কার্য্যকারিতা গৃহীত হয়। তোমরা কোন কষ্টোপলক্ষে কদাচ বলিবে না যে, নিশ্চয়ই তোমরা তাহা কল্য করিবে। তোমাকে তাহারা ভয় প্রদর্শন করে। তুমি আমার চক্ষের উপর বিরাজমান। আমি তোমার নাম **'মাতাওক্কেল'** (খোদার প্রতি নির্ভরশীল) রাখিয়াছি। খোদা আরশের উপর তোমার প্রশংসা করিতেছেন। আমরা তোমার প্রশংসা করি এবং তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। তাহারা চায় যে, খোদার জ্যোতিঃ তাহাদের মুখের ফুৎকারে উড়াইয়া দেয়, কিন্তু সেই অস্বীকারকারিগণ ঘৃণা বোধ করিলেও খোদা তাঁহার জ্যোতিঃ পূর্ণ করিবেন।" শীঘ্রই আমি বিরুদ্ধাদীদের চিত্তে ভীতি সঞ্চার করিব।" (তাজ্‌কেরা, ৪৬ পৃঃ)

( ২ )

و قل رب ادخلنى مدخل صدق

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) ইহার অনুবাদ করিয়াছেন:—"খোদার নিকট তোমার সত্যতা প্রকাশ চাও।" ইহাও ১৮৮ খৃঃ অব্দের এলহামী দোয়া। ('তাজকেরা,' ৭৮ পৃঃ)

( ৩ )

ربنا انا سمعنا منادياً ينادى للايمان وداعيا الى الله وسراجا منيراً -

"হে আমাদের রাব্ব, আমরা এক জন আহবান কারীর আহ্বান শুনিয়াছি, যিনি ইমানের প্রতি আহ্বান করেন, তিনি উজ্জ্বল প্রদীপ, অতএব আমরা ইমান আনিয়াছি।"

ইহাও ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের এলহামী দোয়া। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী এলহাম এই:—

اصحاب الصفة وما ادرك اصحاب الصفة - ترى اعينهم تفيض من الدمع - يصلون عليك

"এমন লোকগণও হইবে, যাহারা বাড়ী ঘর ছাড়িয়া হিজরত করতঃ তোমার প্রকোষ্ঠ সকলে আসিয়া বাস করিবে। তাহারা খোদাতা'লার নিকট 'আস-হাবুস্ সুফা' নামে অভিহিত। যাহারা আস্-হাবুস্ সুফা নামে অভিহিত তাহারা কেমন মর্য্যাদাবান ও তাহাদের ইমান কত মহৎ, তুমি কি জান? তাহারা অত্যন্ত দৃঢ় ইমান সম্পন্ন। তুমি দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতেছে। তাহারা তোমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করিবে। এবং তাহারা বলিবে, "হে আমাদের রাব্ব, আমরা একজন···আনিয়াছি।" (ঐ ৫১—৫২ পৃঃ)

# হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্ সানির আদেশ
## তবলীগ বা প্রচার সম্বন্ধে

বিগত বাৎসরিক সম্মিলনে হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন :—

"আমি প্রত্যেক আহমদীকে বৎসরে অন্ততঃ এক জন আহমদী করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলাম। যে-সকল বন্ধু নিজেদের এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন তাঁহারা দণ্ডায়মান হউন"। অতঃপর যে-সকল বন্ধু এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন তাঁহারা দণ্ডায়মান হইলে হজরত আমিরুল-মোমেনীন বলেন :—"ইহারা (অর্থাৎ যাঁহারা ওয়াদা পূর্ণ করিয়াছেন) শতকরা দশ, বরং পাঁচও হইবে না; বন্ধুগণ এবিষয়ের প্রতি অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিবেন।"

অতঃপর এ প্রসঙ্গে ৫ই জানুয়ারী তারিখের খোৎবায় বলেন :—

"গত বৎসর আমি বন্ধুগণকে নসিহত করিয়াছিলাম, প্রত্যেক আহমদী অবশ্যই বৎসরে অন্ততঃ এক জন নূতন আহমদী করিবেন। কিন্তু আমার এই নসিহত আশানুরূপ কার্য্যকরী হয় নাই। কোন সন্দেহ নাই, এ বৎসর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক 'বয়েত' বা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এই বৃদ্ধি শতকরা দশ বা পনর অপেক্ষা অধিক নয়। এই নিমিত্ত আমি আজিকার খোৎবায় কাদিয়ান ও বাহিরের বন্ধুগণের মনোযোগ এ দিকে আকর্ষণ করিতেছি। **এ বৎসর আবার প্রত্যেক আহমদী অন্ততঃ এক জন নূতন আহমদী করিবার চেষ্টা করিবেন।**" ...

"আমি মনে করি যদি আমাদের জমাত তবলীগের দায়িত্ব পূর্ণ করিবার প্রতি সম্পূর্ণরূপে মনোযোগী হন তবে জমাতের সকল অসুবিধা কয়েক দিনের মধ্যেই দূরীভূত হইতে পারে—বরং, জমাত কেন, সমগ্র দুনিয়ার অসুবিধা দূরীভূত হইতে পারে। **কারণ, আহমদীয়তই বিশ্বের সকল সমস্যা সমাধানের এক মাত্র উপায়।**"

আশা করি, হজরত আমিরুল-মোমেনীনের (আইঃ) উপরুক্ত আদেশ অনুযায়ী বাংলার প্রত্যেক আহমদী বন্ধুই এ বৎসর, অর্থাৎ ১৯৪০ সনে, অন্ততঃ এক জন আহ্‌মদী করিবার ওয়াদা হজরত আমিরুল-মোমেনীনের খেদমতে পেশ করিয়াছেন। এখন আমরা সকল বন্ধুগণকে নিজ নিজ ওয়াদা পূর্ণ করার প্রতি মনোযোগী ও যত্নবান হইতে অনুরোধ জানাইতেছি। নিম্নে হালে কাদিয়ানের এক তবলীগী প্রচেষ্টার ফল বর্ণনা করা হইল।

---

# কাদিয়ানের আশে-পাশে তবলীগের মহা ফল
## দশ দিনে ১৪৪ জনের আহমদীয়ত গ্রহণ

ইদানিং কাদিয়ানে নাজের-আলা মহোদয়ের এক বিশেষ তাহ্‌রিকে কাদিয়ানের আহমদী বন্ধুগণ কাদিয়ানের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে তবলীগের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করেন। ফলে, খোদাতা'লার ফজলে ২৯শে মার্চ্চ হইতে ৭ই এপ্রিল পর্য্যন্ত দশ দিনে ১৪৪ জন লোক দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ্! আমরা আশা করি, বাংলার সকল আহ্‌মদী বন্ধুগণ উক্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজ নিজ এলাকায় নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত তবলীগ কার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন। মোকামী আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া সমূহের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী সাহেবানের খেদমতে নিবেদন এই যে, তাঁহারা এই কার্য্যের যথা-বিহিত ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা করিবার জন্য যত্নবান হইবেন এবং নিজ জমাতের কার্য্যের রিপোর্ট প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

জেনারেল সেক্রেটারী, বি, পি, এ, এ,

---

# কাদিয়ানে
## মজ্‌লিসে মোশাবেরাত বা পরামর্শ সভা
## শিক্ষা বোর্ড গঠন
### কংগ্রেস, মোসলেম লীগ ও আহমদীয়া জমাত
### ১৯১৯—২০ হিঃ শাঃ সনের বজেট পাস

বিগত ২২শে, ২৩শে ও ২৪শে মার্চ্চ, ১৯৪০ ইং বিশ্ব-আহ্‌মদীয়া পরামর্শ সভার বিংশতম অধিবেশন কাদিয়ানে তালিমুল-ইসলাম হাই স্কুলে অতি সুচারু রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশ হইতে প্রায় ৪০০ শত প্রতিনিধি সভায় যোগদান করেন। হজরত আমিরুল মোমেনীনের (আইঃ) সভাপতিত্বে যাবতীয় কার্য্য সম্পাদিত হয়। বড়লাট বাহাদুরের মন্ত্রিসভার আইন সচিব সার জাফর উল্লাহ্‌ খান কে, সি, এস, আই, হজরত আমিরুল-মোমেনীনের আদেশে তাঁহার সহকারী সভাপতি রূপে কার্য্য করেন। কোরান পাঠের পর সভার কার্য্যারম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রথম হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দকে সভার উদ্দেশ্যের কৃতকার্য্যতার জন্য দোয়া করিতে অনুরোধ করেন। দোয়ার জন্য আহ্বান করিতে গিয়া তিনি জগতের বর্ত্তমান অশান্তি-বিগ্রহ এবং আমাদের মহান দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের কথা উল্লেখ করিয়া আমাদের নিজেদের দুর্ব্বলতার প্রতি নির্দ্দেশ করতঃ বলেন যে, এই মহা কার্য্য সাধনের জন্য, অর্থাৎ জগতে ইসলামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠার জন্য খোদাতা'লার দরগাহে শক্তি প্রার্থনা ব্যতীত আমাদের আর কোন উপায় নাই।

দোয়া করার পর হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন, আমরা এক নূতন আকাশ ও নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিবার মহা দায়িত্ব বরণ করিয়াছি। এই দায়িত্ব সম্পাদনে আমাদিগকে সদা সজাগ ও সাবধান থাকিতে হইবে।

অতঃপর পরামর্শ সভার সভ্যগণের কর্ত্তব্যের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, সভ্যগণের নিস্বার্থভাবে ও সরল মনে পরামর্শ দান করা উচিত। পরামর্শ সভার সভ্য হইবার জন্য ভাল বক্তা হইবার আবশ্যক নাই; ইমানের বল, সততা ও আন্তরিকতারই আবশ্যক।

অতঃপর হজরত আমিরুল-মোমেনীন তিনটি সাবকমিটি গঠন করেন এবং প্রত্যেক কমিটির কার্য্য ও মেম্বরের নাম ঘোষণা করেন। এইরূপে প্রথম দিবসের কার্য্য শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিবসের কার্য্যও কোরান পাঠ ও প্রার্থনার পর আরম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রথম সদর আঞ্জোমন আহমদীয়ার প্রধান নাজের জোনাব চৌধুরী ফতেহ্‌ মোহাম্মদ সাইয়াল এম-এ সাহেব বিগত মজলিসে-শুরার প্রস্তাবলী কিরূপে কার্য্যে পরিণতঃ হইয়াছে তাহার বিবরণী পাঠ করেন।

### শিক্ষা বোর্ড

অতঃপর শিক্ষা বিভাগের নাজের হজরত মীর্‌জা শরীফ আহমদ সাহেব বিগত বৎসরের আহমদীয়া ইউনিভার্সিটি স্কিম সংক্রান্ত সাবকমিটির রিপোর্ট পাঠ করেন। সাবকমিটি বর্ত্তমান ধরণের ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার জন্য অভিমত পেশ করে। হজরত আমিরুল মোমেনীন (আইঃ) কমিটির অভিমত সমালোচনা করিয়া বলেন, বর্ত্তমান ধরণের ইউনিভার্সিটি স্থাপনের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এখন আমাদের জমাতের নাই। বর্ত্তমানে কেবল একটি শিক্ষা বোর্ড হইলেই যথেষ্ট হইবে। জমাতের ওলামা এবং শিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই বোর্ডের সভ্য হইবেন। এই বোর্ডের কাজ হইবে পরীক্ষা লওয়া, পাঠ্য নির্দ্ধারণ করা, শিক্ষার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা এবং শিক্ষার উন্নতির ব্যবস্থা করা। এই প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হয় এবং মেজরিটি ইহার সমর্থন করেন। হজরত আমিরুল-মোমেনীন মেজরিটির রায়ই গ্রহণ করেন এবং সদর আঞ্জোমনকে বোর্ড সম্পর্কে নিয়ম-কানুন গঠন করিতে উপদেশ দেন।

### কংগ্রেস ও মোসলেম লীগ

অতঃপর কংগ্রেস ও মোসলেম লীগে যোগদানের বিষয় আলোচনা হয়। নাজের-ওমুর-খারেজিয়া সৈয়দ জয়নাল আবেদীন অলীউল্লাহ্‌ শাহ্‌ সাহেব এবিষয়ে সাব-কমিটির অভিমত পাঠ

করিয়া শুনান। সাব-কমিটি এই অভিমত পাস করেন যে, কংগ্রেস বা মোসলেম লীগ কোনটিই সন্তোষজনক নহে। ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার অধিকার সম্বন্ধে কংগ্রেসের স্পষ্ট মতামত জ্ঞাত হইবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। কংগ্রেস 'মূল অধিকার' ঘোষণা করিতে গিয়া করাচী কংগ্রেসে যে প্রস্তাব পাস করিয়াছে তাহা আহমদীয়া জমাতের মতে সন্তোষজনক নহে, কারণ উহাতে ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মান্তর গ্রহণের স্বাধীনতা স্পষ্টতঃ স্বীকার করা হয় নাই এবং কংগ্রেসের সহিত আলোচনায় ইহা ব্যক্ত হইয়াছে যে, কংগ্রেস করাচী রিজলিউসনে কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে প্রস্তুত নহে।

মোসলেম লীগে যোগদান সম্পর্কে আহমদীয়া জমাতের এই সর্ত্ত ছিল যে, লীগ একথা স্পষ্ট ঘোষণা করিয়া দেউক যে, যাহারা নিজকে মোসলমান মনে করে লীগও তাহাদিগকে অন্ততঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মোসলমান মনে করিবে। আহমদীয়া জমাতের মতে মোসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য সাধনের জন্য ইহা একটি সুদৃঢ় ভিত্তি। কিন্তু লীগ এখনো এসম্বন্ধে কোন শেষ মীমাংসায় পৌছিতে পারে নাই বলিয়া লীগে যোগদান সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে।

## কো-ওপারেটিভ্ ইনসিউরেন্স

অতঃপর বিধবা ও এতীমের সাহায্য কল্পে নাজের-ওমুরে-আম্মার স্কীম সম্পর্কে সাব কমিটির রিপোর্ট পাঠ করা হয়। সাব্-কমিটি নাজের-ওমুরে-আম্মার স্কীম সমর্থন করেন নাই এবং মজ্‌লিসও ইহা অগ্রাহ্য করে। যাহা হউক, এ সম্পর্কে একটি উপযোগী স্কীম উদ্ভাবন করিবার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করার জন্য মজলিস পরামর্শ দেয় এবং হজরত আমিরুল-মোমেনীন সেই পরামর্শ গ্রহণ করেন।

## ওসিয়ত

সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার বরাবরে সম্পাদিত যে-সকল ওসিয়ত, সম্পাদনের পর স্থানীয় জমাতেই থাকিয়া যায় এবং সদর আঞ্জোমনে পৌছিবার পূর্ব্বেই ওসিয়তকারীর মৃত্যু হয়, সেই সকল ওসিয়ত গ্রহণ করার প্রস্তাব মজলিসে শুরা সমর্থন করে এবং হজরত আমিরুল-মোমেনীন তাহাতে সম্মত হন।

## পেনসন

আঞ্জোমনের কর্ম্মচারীগণকে অবসর প্রাপ্ত হওয়ার পর পেন্‌সন্ দেওয়া হইবে, না কি প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড দেওয়া হইবে এ সম্বন্ধে প্রস্তাব পেশ হইলে মজলিস বহু আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে পৌছে যে, এ বিষয়ে কর্ম্মচারীগণকে choice দেওয়া উচিত—অর্থাৎ কর্ম্মচারীগণ ইচ্ছা করিলে পেন্‌সন্‌ও নিতে পারেন বা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডও নিতে পারেন।

দ্বিতীয় দিবসের কার্য্য শেষ হওয়ার পর রাত্রে হজরত আমীরুল-মোমেনীন ( আইঃ ) সমস্ত ডেলিগেট ও ভিজিটরগণকে এক ভোজ দেন।

## বজেট

তৃতীয় দিবসের অধিবেশনে বজেট পেশ করা হয়। ৭৩৮৩৬৯৲ টাকার আয় ও ব্যয় মঞ্জুর হয়।

এজেণ্ডার সকল কার্য্য সম্পাদনের পর ডেলিগেটগণকে সম্বোধন করিয়া হজরত আমীরুল-মোমেনীন এক হৃদয়-স্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর দোয়া করিয়া সভার কার্য্য সমাপ্ত করা হয়। দোয়া এমন জুশের সহিত করা হয় যে, সকল বন্ধুগণেরই চিত্ত বিগলিত হইয়া অশ্রু নির্গত হয় এবং সভা-গৃহে কান্নার রোল পড়িয়া যায়। দোয়ার প্রভাবেই বোধ হয় দোয়া আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশও বিগলিত হইয়া বারি বর্ষণ করিতে থাকে! দোয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বারি বর্ষণও শেষ হয়। সকলেই ইহাকে দোয়া কবুল হওয়ার এক লক্ষণ-স্বরূপ মনে করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'লা এই মজলিস মোবারক করুন—আমীন!

---

# কৃতকার্য্যতার জন্য দোয়া করুন

এ বৎসর হজরত মসিহ মাউদের ( আঃ ) খান্‌দানের সহিত সম্পর্কিত নিম্নলিখিত ভ্রাতা-ভগ্নিগণ বিভিন্ন পরীক্ষা দিয়াছেন। সকল বন্ধুগণ তাঁহাদের কৃতকার্য্যতার জন্য দোয়া করিবেন।

১। সৈয়দা মরীয়ম সিদ্দিকা সাহেবা ( হজরত আমীরুল-মোমেনীনের ( আইঃ ) সহধর্ম্মিণী— ... বি-এ

২। সাহেবজাদী আমতুল-ওহুদ সাহেবা ( খান মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের কন্যা )— ... বি-এ

৩। সাহেবজাদী তাহেরা বেগম সাহেবা— ( ঐ ) মেট্রিক

৪। সাহেবজাদা মীরজা হামীদ আহমদ সাহেব— ( হজরত আমীরুল-মোমেনীনের পুত্র ) ... এফ-এ

৫। সাহেবজাদা মীরজা মোনাওর আহমদ সাহেব, ( হজরত আমীরুল-মোমেনীনের পুত্র ) ... মেডিকেল তৃতীয় বর্ষ

৬। মিয়া আব্বাস আহমদ সাহেব ( খান মোহাম্মদ আবদুল্লাহ খান সাহেবের পুত্র ) ... বি-এ,

৭। সাহেবজাদা মীরজা নজীর আহমদ সাহেব ( হজরত মীরজা বশীর আহমদ সাহেবের পুত্র ) মেট্রিক

৮। সাহেবজাদা মীরজা মুনীর আহমদ সাহেব ( ঐ ) এফ-এ

# অমৃতবাণী

## [ হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) ]

### মহব্বত বা প্রেম কাহার সহিত হওয়া উচিত

"তোমরা দুই বস্তুর প্রেম করিতে পার না এবং তোমাদের পক্ষে ইহা সম্ভবপর নয় যে, ধনকেও প্রেম কর এবং খোদাকেও প্রেম কর। প্রেম কেবল এক জনকেই করা যায়। অতএব সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্যশালী যিনি খোদাকে প্রেম করেন। যদি তোমাদের কেহ খোদাকে প্রেম করিয়া তাঁহার পথে ধন উৎসর্গ করে তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহার ধন-সম্পত্তিতেও আল্লাহ্‌ তা'লা অন্যান্য অপেক্ষা অধিক 'বরকত' দিবেন। কারণ, ধন-সম্পত্তি নিজে নিজে আসে না, বরং খোদা-তা'লার ইচ্ছানুযায়ী আসে। অতএব যাঁহারা খোদার জন্য আপন অর্থের কতকাংশ ত্যাগ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তাহা ফিরিয়া পাইবেন। কিন্তু যে-ব্যক্তি অর্থকে প্রেম করিয়া খোদাতা'লার পথে যথোচিত খেদমত করে না, সে সেই অর্থ নিশ্চয় হারাইবে।" ( আল্‌হাকাম, নং ৩২ )

### কৃপণতা ও ইমানের একত্র সমাবেশ হইতে পারে না

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস কৃপণতা ও ইমান একই হৃদয়ে সমবেত হইতে পারে না। যে-ব্যক্তি খাটি অন্তঃকরণে খোদাতা'লার প্রতি বিশ্বাস করেন, তিনি কেবল নিজ সিন্দুকে আবদ্ধ অর্থকেই নিজের অর্থ মনে করেন না, বরং তিনি খোদাতা'লার সমস্ত ধনাগারকেই নিজের ধনাগার মনে করেন এবং কার্পণ্য হইতে এরূপ দূরে সড়িয়া পড়েন, যেমন আলোর সম্মুখে অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়।"

### আল্লাহর পথে সেবা করিবার এখনই সুবর্ণ সুযোগ

"খোদাতা'লার উপর ভরসা করিয়া পূর্ণ 'এখ্‌লাস্‌' (আন্তরিকতা) এবং জুশের (আগ্রহের) সহিত সেবা-কার্য্য করা উচিত, কারণ এখনই সেবা করিবার সময় এবং পরে এমন সময় আসিবে যে, এক সোণার পাহাড় আল্লাহ্‌র পথে খরচ করিলেও তাহা বর্ত্তমান কালের এক পয়সার তুল্যও হইবে না।"

### সেবা করিয়া গর্ব্ব করিও না

"তোমরা নিশ্চয় জানিও, এই কার্য্য আকাশ বা স্বর্গ হইতে করা হইতেছে এবং তোমাদের খেদমত কেবল তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য। অতএব এমন যেন না হয় যে, তোমরা মনে মনে অহঙ্কার কর, বা এই ভাব যে, তোমরা আর্থিক বা অন্য কোনরূপ খেদমত করিতেছ। আমি তোমাদিগকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে, খোদা-তা'লা তোমাদের খেদমতের বিন্দুমাত্রও মুখাপেক্ষী নহেন। হাঁ, তোমাদের উপর তাঁহার এই অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদিগকে খেদমতের সুযোগ দান করেন।"

### দীর্ঘায়ু লাভ করিবার উপায়

"যদি তোমরা কোন পুণ্য কার্য্য সাধন কর এবং এখন কোনরূপ খেদমত কর তবে স্বীয় ইমান-দারীর পরিচয় দিবে এবং তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি হইবে এবং তোমাদের ধন-সম্পত্তিতেও 'বরকত' বা আশীষ বর্ষিত হইবে।" ( আল্‌-হাকাম, নং ৩২ )

### দীক্ষা গ্রহণের পর বৈশিষ্ট দেখাও

"কোনরূপ বৈশিষ্টও প্রদর্শন করা আমাদের জমাতের উচিত। কেহ যদি 'বয়েত' বা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গিয়া কোনরূপ বৈশিষ্ট প্রদর্শন না করে—নিজ স্ত্রী ও পরিবারের সহিত পূর্ব্ব-রূপ ব্যবহারই করে—তবে তাহা ভাল কথা নয়। দীক্ষা গ্রহণের পরও যদি পূর্ব্ব-রূপ দুর্ব্ব্যবহার ও দুরাচারই থাকিয়া যায় তবে আর দীক্ষা গ্রহণের আবশ্যক কি ?" ( আল্‌-হাকাম, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ )।

### জগতের সম্মুখে কর্ম্মের আদর্শ উপস্থিত কর

"স্মরণ রাখিও, মৌখিক বক্তৃতা দ্বারা এত প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে না যেরূপ আত্ম-সংশোধন এবং নিজ জীবনের আদর্শ দ্বারা হইতে পার। তোমরা নিজদের সংশোধন কর এবং এরূপ হইয়া যাও, যেন লোক স্বতঃই বলিয়া উঠে যে, তোমরা এখন পূর্ব্বের মত নও। তোমাদের অবস্থা যখন এইরূপ হইবে তখন বহু লোক তোমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে।" ( আল্‌হকাম, ২০ শে আগষ্ট, ১৯০৭ )।

## হজরত মসিহ মাউদের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য

"আমল বা কর্ম্মের আসল 'রূহ্' (সার বিষয়) হইল 'মারেফাতে--এলাহী' (ঐশী-জ্ঞান) ও 'এখ্‌লাস্' (আন্তরিকতা)। এতদ্ব্যতীত শুধু মৌখিক বাক-বিতণ্ডার কোন মূল্য নাই। আমার আগমনের এক মহা উদ্দেশ্য ইহাও যে, আমি মোসলমানদিগকে কার্য্যতঃ মোসলমান করি।" (বদর, ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭)।

## খোদা-তা'লার রেজেষ্টারীতে নাম লেখাও

"খোদাতা'লা বাহ্যিক রূপ দেখেন না, তিনি অন্তর দেখেন। কিন্তু মানুষ বাহ্যিক রূপই দেখিয়া থাকে এবং বয়েতের রেজেষ্টারীতে যাহার নাম দেখে তাহাকেই জমাতের অন্তর্ভুক্ত মনে করে। মানুষ কেবল বয়েতের রেজীষ্টারীতে নাম আছে কি না দেখে। কিন্তু খোদাত'লার রেজীষ্টারীতে নাম না থাকিলে আমরা কি করিতে পারিব? খোদাতা'লা উন্নতির খুব সুযোগ দিয়াছেন। নিজ জীবনকে কাজে লাগাইবার ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সময় আর কি হইতে পারে? এই সময়ে উদাসীন না থাকিয়া পরিশ্রম করা উচিত।" (আল্‌বদর, ৩১ অক্টোবর, ১৯০২)।

## ধর্ম্ম-সেবা দ্বারা খোদা-তা'লাকে সন্তুষ্ট কর

"হে ধার্ম্মিক লোকগণ! চেষ্টা কর, কারণ এখনই চেষ্টার সময়। ধর্ম্মের সহানুভূতি কল্পে নিজ হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ কর, কারণ এখনই ধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের সময়। এখন তোমরা ধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতি দ্বারা খোদা-তা'লাকে যেরূপ সন্তুষ্ট করিতে পার তদ্রূপ আর কোন কিছু দ্বারা করিতে পার না। অতএব, জাগ, উঠ, এবং তৎপর হও এবং ধর্ম্মের সহানুভূতি কল্পে এরূপ পদ-বিক্ষেপ কর যে, তদ্দর্শনে ফেরেস্তাও স্বর্গে 'জাজাকুমুল্লাহ' (আল্লাহ্ তোমাকে পুরস্কৃত করুন) বলিয়া উঠে। একথা ভাবিয়া বিষন্ন হইও না যে, লোক তোমাদিগকে কাফের বলে। তোমরা নিজেদের ইসলামানুরাগ খোদা-তা'লাকে দেখাও এবং খোদার দিকে এরূপ ভাবে ঝুকিয়া যাও যেন বিলীনই হইয়া যাও।"

## যাহার উপর কোন বিপদ আসে নাই সে হতভাগা

"যাহারা বলে যে, আমাদের উপর কোন বিপদ আসে নাই তাহারা হতভাগা। তাহারা সুখে সম্পদে থাকিয়া বিলাসের জীবন যাপন করে। তাহাদের জিহ্বা থাকা সত্ত্বেও তাহারা সত্য কথা বলিতে পারে না। তাহাদের জিহ্বায় খোদাতা'লার 'হাম্‌দ্' ও 'ছানা' (প্রশংসাবাদ) উচ্চারিত হয় না। তাহাদের জিহ্বা কেবল কুবাক্য ও কুকথা বলা এবং স্বাদ গ্রহণ করার জন্য। তাহাদের চক্ষু থাকা সত্ত্বেও তাহারা খোদাতা'লার 'কুদ্‌রত' (শক্তি ও সৃষ্টি বৈচিত্র) দর্শন করিতে পারে না। তাহাদের চক্ষু বরং কেবল কু-দৃষ্টির জন্য। এমতাবস্থায় প্রকৃত আনন্দ ও সুখ তাহারা কোথায় পাইবে? একথা মনে করিও না যে, যাহাদের দুঃখ-ভাবনা হয় তাহারা বদ্‌কিসমত বা দুর্ভাগ্য। কখনো নয়, বরং খোদাতা'লা তাহাদিগকে পিয়ার (প্রেম) করেন। মলম প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে যেমন কাটা-চিরার দরকার হয় তেমনি খোদাতা'লার পথে চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ আসা আবশ্যক। বস্তুতঃ ইহা মানবের প্রকৃতিগত এক বিষয়। ইহা দ্বারা খোদাতালা প্রমাণ করিতে চান যে, দুনিয়ার কোন হাকিকত বা মূল্য নাই, ইহা বিপদাপদে পরিপূর্ণ।"

যাহাদের উপর এ-দুনিয়ায় কোন চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ আসে না এবং সে-জন্য নিজদিগকে বড়ই সৌভাগ্যশালী ও সুখী মনে করে তাহারা আল্লাহ্‌তালার বহু রহস্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত এই রূপ—স্কুলে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ছেলেদের ব্যায়ামেরও ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। এই ব্যায়ামের ব্যবস্থা করায় শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তাগণের উদ্দেশ্য ছেলেদিগকে কোন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা নয় বা খেলা-ধুলায় তাহাদের সময় নষ্ট করাও নয়; বরং প্রকৃত কথা এই যে, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পক্ষে 'হরকত' বা নড়া-চড়া আবশ্যক। ইহাদিগকে একেবারে নিষ্কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলে ইহাদের শক্তি কমিয়া বা নষ্ট হইয়া যায়। এই ব্যায়াম দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এই প্রয়োজন পূর্ণ করা হয়। বাহ্যতঃ ব্যায়াম দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কষ্টই দেওয়া হয়, কিন্তু এই কষ্টই ইহাদের পরিপুষ্টি ও স্বাস্থ্যের কারণ বলিয়া প্রমাণিত হয়। তদ্রূপ আমাদের প্রকৃতিও এইরূপ যে, ইহার পূর্ণতার জন্য কিয়ৎ পরিমাণ কষ্টেরও আবশ্যক। অতএব ইহা আল্লাহ্‌তা'লার 'ফজল' (অনুগ্রহ) ও 'এহ্‌সান' (হিতকামনা) বৈ আর কিছুই নহে যে, তিনি কখন কখন মানুষকে বিপদে পতিত করেন। ইহাতে মানুষের 'রেজা-বিল্-কাজা' বা খোদার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকার অভ্যাস ও 'ছবর্' বা ধৈর্য্য-শক্তি বৃদ্ধি পায়।" (আল্‌হাকাম, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯০২)

# ধর্ম্ম ও সংসার ব্যাপারে সদা সত্যপরায়ণ হও

## পিতামাতা ও শিক্ষক সত্যবাদীতার আদর্শ প্রদর্শন করুন

### মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব এবং তাঁহার পূর্ব্বকার লিখিত বর্ণনা

হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্ সানির (আইঃ) ১৫ই 'আমান', ১৩১৯ হিঃ শাঃ
( মোতবেক ১৫ই মার্চ্চ, ১৯৪০ ) তারিখের খোৎবার সারমর্ম্ম

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হজরত আমীরুল-মোমেনীন বলেন :—

নবীগণের জমাতের অন্যতম লক্ষণ সত্যবাদিতা। এই লক্ষণটি অত্যন্ত গুরু। এক দিকে যেমন ইহা দ্বারা জমাতের সম্মান বর্দ্ধিত হয়, তেমনি অন্য দিকে ইহা দ্বারা তবলীগের পথও প্রসারিত হয়। কিন্তু অনেকেই সত্যবাদিতার কদর বুঝে না। বিশেষতঃ, স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই ব্যাধি অত্যন্ত প্রবল। পুরুষদের মধ্যেও আছে, কিন্তু স্ত্রীলোকদের মধ্যেই ইহা অধিক। তাঁহারা কথা বলিবার সময় কোন না কোন দিক অবশ্যই গোপন করেন; কিম্বা যদি মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইয়া পড়ে, পরে তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করেন। পুরুষের মধ্যেও এযুগে এই ব্যাধি যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কারণ, **বর্ত্তমান যুগ কপটতার যুগ।**

অতঃপর হজরত আমীরুল-মোমেনীন কতিপয় দেশাচার-মূলক মিথ্যা বলিবার প্রথার কথা—( যথা ইংলণ্ডে এই প্রথা আছে যে, কেহ যদি বলে, আজ বড়ই শীত, তবে অপর ব্যক্তি স্বয়ং গরম অনুভব করিলেও বলিবে যে, হাঁ, বড়ই শীত )—উল্লেখ করিয়া বলেন :—

অধুনা সভ্যতার অর্থ এই করা হয় যে, কাহারো সহিত কথা বলিবার কালে তাহার মনস্তুষ্টির প্রতি এতদূর দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, তজ্জন্য কোন সত্য গোপন করিতে হইলেও তাহাতে দ্বিধা বোধ করিতে নাই।

কোন কোন আহ্‌মদী কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকে কতিপয় বর্ষ ব্যাপী তবলীগ করিবার পর মনে করেন যে, তাঁহারা আহমদীয়তের খুব নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। কিন্তু যখনই শত্রুতা করিবার কোন সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই তাহারা ঘোরতর শত্রু বলিয়া প্রমাণিত হন। প্রকৃত কথা এই যে, যখন কেহ তাহাদিগকে বলে, হজরত ইসা ( আঃ ) মৃত্যু লাভ করিয়াছেন তখন তাঁহারা ইউরোপীয় সভ্যতানুযায়ী বক্তার মনস্তুষ্টির জন্য তাহা স্বীকার করিয়া নেওয়া নিজেদের কর্ত্তব্য মনে করেন। তদ্রূপ যখন কেহ বলেন, হজরত মির্জা সাহেব অমুক অমুক মোজেজা বা অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তিনি খোদার প্রিয় ও খোদার প্রেমিক ছিলেন, তখন তাহার প্রতিবাদ করা তাঁহারা সভ্যতার বিরোধী মনে করেন। কিন্তু বিরুদ্ধাচরণের সুযোগ উপস্থিত হইলেই তাঁহাদের আভ্যন্তরীন অবস্থা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

অতঃপর হজরত আমীরুল-মোমেনীন ( আইঃ ) আমাদের দেশের আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের প্রথার কথা উল্লেখ করিয়া এবং কেমন করিয়া সত্য বিষয়কেও প্রমাণ করিবার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় তাহা উল্লেখ করতঃ বলেন :—

আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সত্য 'কায়েম' রাখা বড়ই কঠিন ব্যাপার। দুনিয়াতে আজ পর্য্যন্ত যত নবীর যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে বর্ত্তমান যুগেই সত্যের সহিত বন্ধন কায়েম রাখা সমধিক কঠিন। সাহাবাগণের (রাঃ) অবস্থা অন্যরূপ ছিল। আরবগণের পূর্ব্বেই সত্য বলিবার অভ্যাস ছিল। যদিও আরবগণ চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, সুরাপান ও জুয়া খেলা ইত্যাদি কু-কর্ম্মে লিপ্ত ছিল তথাপি তাহারা সত্যপরায়ণ ছিলেন। তাহারা চুরও ছিল, ডাকাতও ছিল, মদ্যপায়ীও ছিল, ব্যভিচারীও ছিল এবং জুয়ারী ও ছিল, আবার সঙ্গে সঙ্গে অতিথি সৎকারকারী ও সত্যপরায়ণও ছিলেন। হজরত খলিফাতুল-মসিহ্ আওয়াল ( রাঃ ) বলিতেন যে, এক ব্যক্তি হজ্জ সম্পাদন কালে কাফেলা বা হজ্জ যাত্রী-দল হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার মালপত্র কাফেলার সঙ্গেই রহিয়াছিল এবং তাঁহার সঙ্গে কিছুই ছিল না। কয়েক দিন উপবাসের পর তিনি মরুভূমির অন্তর্গত এক বেদুইন-নিবাসে পৌঁছিলেন। সেখানে পৌঁছা মাত্রই তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন এবং ইসারা করিয়া কিছু

ছিল না; সে তাহাই তাহাকে পান করাইল। অতঃপর তাহার খেয়াল হইল যে, দুধ তো গুরুপাক জিনিষ, কিছু হাল্‌কা জিনিষও খাওয়ান দরকার। তাহার এক তরমুজের ক্ষেত ছিল; সে সেই ক্ষেতে প্রবেশ করিয়া বহু তরমুজ কুড়াইতে লাগিল এবং তাহা অপরিপক্ক ছিল বলিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। অবশেষে একটি পক্ক তরমুজ পাইয়া তাঁহাকে খাওয়াইল। অতঃপর তরবারী নিষ্কাষিত করিয়া দাঁড়াইল। সেই ব্যক্তি চমৎকৃত হইলেন, বিষয় কি! অতঃপর বেদুইন তাঁহাকে কাপড় খুলিতে বলিল। তিনি কাপড় খুলিলে বেদুইন অনুসন্ধান করিয়া যখন নিশ্চিত হইল যে, তাঁহার নিকট টাকা পয়সা কিছুই নাই তখন বলিতে লাগিল, "আমার ক্ষেতের এই তরমুজ-সমূহ আমি তোমার জন্য কুঁড়াইয়া কুঁড়াইয়া নষ্ট করিয়াছি, এগুলি আমার স্ত্রী-পুত্রের সারা বৎসরের খোরাক ছিল। কিন্তু তুমি যখন আমার শরণাপন্ন হইলে তখন তোমার নিকট কোন অর্থ আছে কি না জিজ্ঞাসা করা আমার অতিথি-সৎকারের বিরোধী ছিল। কিন্তু এখন যদি আমি বুঝিতে পারিতাম যে, তোমার নিকট টাকা পয়সা ছিল এবং তুমি আমাকে প্রতারিত করিয়াছ তবে নিশ্চয়ই আমি তোমাকে বধ করিতাম। আমি তোমার জন্য আমার যাবতীয় তরমুজ বিনষ্ট করিয়া দিয়াছি এবং এখন বাহ্যতঃ আমার স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যু।"

বস্তুতঃ আরববাসীগণ ঘাতক, মদ্যপায়ী বা ব্যভিচারী হইলেও তাহাদের সত্যপরায়ণতা ও অতিথিসৎকার অত্যধিক ছিল। আবু সুফিয়ান কাফের থাকাবস্থায় কেমন করিয়া রোম-সম্রাটের নিকট হজরত রসুল করীম (সাঃ) সম্পর্কে সত্য সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন! আবু সুফিয়ান বলেন যে, সম্ভব হইলে তিনি মিথ্যাও বলিয়া ফেলিতেন; কিন্তু পিছনে যেহেতু কৌমের অন্যান্য লোকগণ বিদ্যমান ছিল, তাই তাঁহার এই ভয় ছিল যে, মিথ্যা বলিলেই তাঁহার পিছনের সঙ্গিগণ তাঁহার প্রতিবাদ করিয়া বসিবে। কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থা কি? কোন এক গয়ের-আহ্‌মদী মৌলবী মিথ্যা বলিলে অন্যান্য গয়ের-আহ্‌মদীগণও সেই মিথ্যার সমর্থন করিয়া থাকে। কিন্তু আবু সুফিয়ানের ভয় ছিল যে, মিথ্যা বলিলেই তাঁহার সাথিগণ প্রতিবাদ করিবে, তাই তিনি পরিষ্কার স্বীকার করিয়া ফেলিলেন যে, মোহাম্মদ (সাঃ) বড়ই উচ্চ নীতির লোক, কখনো কোন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই, তাঁহার অনুসরণকারিগণের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তিনি উচ্চ বংশোদ্ভূত। খাওয়ার চাহিলেন। বেদুইনের নিকট ছাগ-দুগ্ধ ব্যতীত আর কিছুই এমন কি, কাইসার যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন ব্যক্তি কি ইসলামের নীতি পছন্দ করে না বলিয়া তাঁহা হইতে পৃথক হইয়াছে?" এদুত্তরে তিনি বলিলেন, এরূপ কারণে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই।

বস্তুতঃ সেই যুগে সত্য বলাই সাধারণ অবস্থা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে মিথ্যাই সাধারণ অবস্থা। আমি সর্ব্বদাই এই বিষয়টি চিন্তা করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই। রসুল করীম (সাঃ) একদা 'ওহি' বা ঐশীবাণী লিখাইতেছিলেন। লিখক তাহা লিখিতেছিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে পর লিখকের মুখ হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িল فتبارك الله احسن الخالقين ঘটনাক্রমে পরবর্ত্তী 'আয়েত' বা শ্লোকও তাহাই ছিল। তাই রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, "বাস, ইহাই ঐশীবাণী, লিখিয়া লও।" এই কথায় তাহার মনে সন্দেহ জন্মিল। সে ভাবিল যে, তাহার কথা পছন্দ হইয়াছে বলিয়া তাহাই রসুল করীম (সাঃ) 'এল্‌হাম' বা ঐশীবাণীভুক্ত করিয়া নিয়াছেন। ফলতঃ সে 'মুরতেদ' বা ধর্ম্মত্যাগী হইয়া বিরুদ্ধবাদিগণের দল-ভুক্ত হইল। বিরুদ্ধবাদী-শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় সে বলিতে পারিত যে, রসুল করীম (সাঃ) এইরূপ আরো বহু বাক্য তাহার নিকট হইতে শুনিয়া কোরাণ-করীম-ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সে তাহা বলে নাই; সে মাত্র এই একটি ঘটনার কথাই বর্ণনা করিত।

বস্তুতঃ আরবগণ জাতি হিসাবে মিথ্যাবাদী ছিলেন না। কিন্তু আজ অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। আজকাল কেহ 'মুর্‌তাদ' বা ধর্ম্মত্যাগী হওয়া মাত্রই কোন না কোন মিথ্যা কথার সৃষ্টি করিবে।

একবার হায়দরাবাদ হইতে এক ব্যক্তি শিক্ষার্থী হিসাবে এখানে আসিয়াছিল। বর্ত্তমানে সে একজন লিডার সাজিয়াছে। কিছুকাল এখানে থাকার পর এখানে এক ব্যক্তির সঙ্গে তাহার ঝগড়া হয়, ফলে সে লাহোর চলিয়া যায়। যতদূর সম্ভব হোষ্টেলের কর্ম্মকর্ত্তাদের সঙ্গেই তাহার ঝগড়া হইয়াছিল। কিন্তু লাহোর যাইয়া সে এই ঘোষণা করিল যে, সে কাদিয়ান গেলে পর প্রথম প্রথম প্রকৃত বিষয় তাহা হইতে গোপন রাখা হয়। অতঃপর যখন সে খাটি আহমদী হইয়াছে বলিয়া খলিফা সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস হইল তখন তিনি তাহাকে বয়তুল-ফেকেরের (প্রকোষ্ঠবিশেষ) এক কোণে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন,

# ধর্ম্ম ও সংসার ব্যাপারে সদা সত্যপরায়ণ হও

## পিতামাতা ও শিক্ষক সত্যবাদীতার আদর্শ প্রদর্শন করুন

### মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব এবং তাঁহার পূর্ব্বকার লিখিত বর্ণনা

হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) ১৫ই 'আমান', ১৩১৯ হিঃ শাঃ ( মোতবেক ১৫ই মার্চ্চ, ১৯৪০ ) তারিখের খোৎবার সারমর্ম্ম

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হজরত আমীরুল-মোমেনীন বলেন :—

নবীগণের জমাতের অন্যতম লক্ষণ সত্যবাদিতা। এই লক্ষণটি অত্যন্ত গুরু। এক দিকে যেমন ইহা দ্বারা জমাতের সম্মান বর্দ্ধিত হয়, তেমনি অন্য দিকে ইহা দ্বারা তবলীগের পথও প্রসারিত হয়। কিন্তু অনেকেই সত্যবাদিতার কদর বুঝে না। বিশেষতঃ, স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই ব্যাধি অত্যন্ত প্রবল। পুরুষদের মধ্যেও আছে, কিন্তু স্ত্রীলোকদের মধ্যেই ইহা অধিক। তাঁহারা কথা বলিবার সময় কোন না কোন দিক অবশ্যই গোপন করেন; কিম্বা যদি মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইয়া পড়ে, পরে তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করেন। পুরুষের মধ্যেও এযুগে এই ব্যাধি যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কারণ, **বর্ত্তমান যুগ কপটতার যুগ।**

অতঃপর হজরত আমীরুল-মোমেনীন কতিপয় দেশাচার-মূলক মিথ্যা বলিবার প্রথার কথা—( যথা ইংলণ্ডে এই প্রথা আছে যে, কেহ যদি বলে, আজ বড়ই শীত, তবে অপর ব্যক্তি স্বয়ং গরম অনুভব করিলেও বলিবে যে, হাঁ, বড়ই শীত )—উল্লেখ করিয়া বলেন :—

অধুনা সভ্যতার অর্থ এই করা হয় যে, কাহারো সহিত কথা বলিবার কালে তাহার মনস্তুষ্টির প্রতি এতদূর দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, তজ্জন্য কোন সত্য গোপন করিতে হইলেও তাহাতে দ্বিধা বোধ করিতে নাই।

কোন কোন আহ্‌মদী কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকে কতিপয় বর্ষ ব্যাপী তবলীগ করিবার পর মনে করেন যে, তাঁহারা আহমদীয়তের খুব নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। কিন্তু যখনই শত্রুতা করিবার কোন সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই তাহারা ঘোরতর শত্রু বলিয়া প্রমাণিত হন। প্রকৃত কথা এই যে, যখন কেহ তাহাদিগকে বলে, হজরত ইসা ( আঃ ) মৃত্যু লাভ করিয়াছেন তখন তাঁহারা ইউরোপীয় সভ্যতানুযায়ী বক্তার মনস্তুষ্টির জন্য তাহা স্বীকার করিয়া নেওয়া নিজেদের কর্ত্তব্য মনে করেন। তদ্রূপ যখন কেহ বলেন, হজরত মিরজা সাহেব অমুক অমুক মোজেজা বা অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তিনি খোদার প্রিয় ও খোদার প্রেমিক ছিলেন, তখন তাহার প্রতিবাদ করা তাঁহারা সভ্যতার বিরোধী মনে করেন। কিন্তু বিরুদ্ধাচরণের সুযোগ উপস্থিত হইলেই তাঁহাদের আভ্যন্তরীন অবস্থা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

অতঃপর হজরত আমীরুল-মোমেনীন ( আইঃ ) আমাদের দেশের আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের প্রথার কথা উল্লেখ করিয়া এবং কেমন করিয়া সত্য বিষয়কেও প্রমাণ করিবার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় তাহা উল্লেখ করতঃ বলেন :—

আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সত্য 'কায়েম' রাখা বড়ই কঠিন ব্যাপার। দুনিয়াতে আজ পর্য্যন্ত যত নবীর যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে বর্ত্তমান যুগেই সত্যের সহিত বন্ধন কায়েম রাখা সমধিক কঠিন। সাহাবাগণের (রাঃ) অবস্থা অন্যরূপ ছিল। আরবগণের পূর্ব্বেই সত্য বলিবার অভ্যাস ছিল। যদিও আরবগণ চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, সুরাপান ও জুয়া খেলা ইত্যাদি কু-কর্ম্মে লিপ্ত ছিল তথাপি তাহারা সত্যপরায়ণ ছিলেন। তাহারা চুরও ছিল, ডাকাতও ছিল, মদ্যপায়ীও ছিল, ব্যভিচারীও ছিল এবং জুয়ারী ও ছিল, আবার সঙ্গে সঙ্গে অতিথি সৎকারকারী ও সত্যপরায়ণও ছিলেন। হজরত খলিফাতুল-মসিহ্‌ আওয়াল ( রাঃ ) বলিতেন যে, এক ব্যক্তি হজ সম্পাদন কালে কাফেলা বা হজ যাত্রী-দল হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার মালপত্র কাফেলার সঙ্গেই রহিয়াছিল এবং তাঁহার সঙ্গে কিছুই ছিল না। কয়েক দিন উপবাসের পর তিনি মরুভূমির অন্তর্গত এক বেদুইন-নিবাসে পৌঁছিলেন। সেখানে পৌঁছা মাত্রই তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন এবং ইসারা করিয়া কিছু

ছিল না; সে তাহাই তাহাকে পান করাইল। অতঃপর তাহার খেয়াল হইল যে, দুধ তো গুরুপাক জিনিষ, কিছু হাল্‌কা জিনিষও খাওয়ান দরকার। তাহার এক তরমুজের ক্ষেত ছিল; সে সেই ক্ষেতে প্রবেশ করিয়া বহু তরমুজ কুড়াইতে লাগিল এবং তাহা অপরিপক্ক ছিল বলিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। অবশেষে একটি পক্ক তরমুজ পাইয়া তাঁহাকে খাওয়াইল। অতঃপর তরবারী নিষ্কাষিত করিয়া দাঁড়াইল। সেই ব্যক্তি চমৎকৃত হইলেন, বিষয় কি! অতঃপর বেদুইন তাঁহাকে কাপড় খুলিতে বলিল। তিনি কাপড় খুলিলে বেদুইন অনুসন্ধান করিয়া যখন নিশ্চিত হইল যে, তাঁহার নিকট টাকা পয়সা কিছুই নাই তখন বলিতে লাগিল, "আমার ক্ষেতের এই তরমুজ-সমূহ আমি তোমার জন্য কুঁড়াইয়া কুঁড়াইয়া নষ্ট করিয়াছি, এগুলি আমার স্ত্রী-পুত্রের সারা বৎসরের খোরাক ছিল। কিন্তু তুমি যখন আমার শরণাপন্ন হইলে তখন তোমার নিকট কোন অর্থ আছে কি না জিজ্ঞাসা করা আমার অতিথি-সৎকারের বিরোধী ছিল। কিন্তু এখন যদি আমি বুঝিতে পারিতাম যে, তোমার নিকট টাকা পয়সা ছিল এবং তুমি আমাকে প্রতারিত করিয়াছ তবে নিশ্চয়ই আমি তোমাকে বধ করিতাম। আমি তোমার জন্য আমার যাবতীয় তরমুজ বিনষ্ট করিয়া দিয়াছি এবং এখন বাহ্যতঃ আমার স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যু।"

বস্তুতঃ আরববাসীগণ ঘাতক, মদ্যপায়ী বা ব্যভিচারী হইলেও তাহাদের সত্যপরায়ণতা ও অতিথিসৎকার অত্যধিক ছিল। আবু সুফিয়ান কাফের থাকাবস্থায় কেমন করিয়া রোম-সম্রাটের নিকট হজরত রসুল করীম (সাঃ) সম্পর্কে সত্য সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন! আবু সুফিয়ান বলেন যে, সম্ভব হইলে তিনি মিথ্যাও বলিয়া ফেলিতেন; কিন্তু পিছনে যেহেতু কৌমের অন্যান্য লোকগণ বিদ্যমান ছিল, তাই তাঁহার এই ভয় ছিল যে, মিথ্যা বলিলেই তাঁহার পিছনের সঙ্গিগণ তাঁহার প্রতিবাদ করিয়া বসিবে। কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থা কি? কোন এক গয়ের-আহ্‌মদী মৌলবী মিথ্যা বলিলে অন্যান্য গয়ের-আহ্‌মদীগণও সেই মিথ্যার সমর্থন করিয়া থাকে। কিন্তু আবু সুফিয়ানের ভয় ছিল যে, মিথ্যা বলিলেই তাঁহার সাথিগণ প্রতিবাদ করিবে, তাই তিনি পরিষ্কার স্বীকার করিয়া ফেলিলেন যে, মোহাম্মদ (সাঃ) বড়ই উচ্চ নীতির লোক, কখনো কোন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই, তাঁহার অনুসরণকারিগণের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তিনি উচ্চ বংশোদ্ভূত। খাওয়ার চাহিলেন। বেদুইনের নিকট ছাগ-দুগ্ধ ব্যতীত আর কিছুই এমন কি, কাইসার যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন ব্যক্তি কি ইসলামের নীতি পছন্দ করে না বলিয়া তাঁহা হইতে পৃথক হইয়াছে?" এতদুত্তরে তিনি বলিলেন, এরূপ কারণে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই।

বস্তুতঃ সেই যুগে সত্য বলাই সাধারণ অবস্থা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে মিথ্যাই সাধারণ অবস্থা। আমি সর্ব্বদাই এই বিষয়টি চিন্তা করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই। রসুল করীম (সাঃ) একদা 'ওহি' বা ঐশীবাণী লিখাইতেছিলেন। লিখক তাহা লিখিতেছিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে পর লিখকের মুখ হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িল فتبارك الله احسن الخالقين ঘটনাক্রমে পরবর্ত্তী 'আয়েত' বা শ্লোকও তাহাই ছিল। তাই রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, "বাস, ইহাই ঐশীবাণী, লিখিয়া লও।" এই কথায় তাহার মনে সন্দেহ জন্মিল। সে ভাবিল যে, তাহার কথা পছন্দ হইয়াছে বলিয়া তাহাই রসুল করীম (সাঃ) 'এল্‌হাম' বা ঐশীবাণীভুক্ত করিয়া নিয়াছেন। ফলতঃ সে 'মুরতেদ' বা ধর্ম্মত্যাগী হইয়া বিরুদ্ধবাদিগণের দল-ভুক্ত হইল। বিরুদ্ধবাদী-শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় সে বলিতে পারিত যে, রসুল করীম (সাঃ) এইরূপ আরো বহু বাক্য তাহার নিকট হইতে শুনিয়া কোরাণ-করীম-ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সে তাহা বলে নাই; সে মাত্র এই একটি ঘটনার কথাই বর্ণনা করিত।

বস্তুতঃ আরবগণ জাতি হিসাবে মিথ্যাবাদী ছিলেন না। কিন্তু আজ অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। আজকাল কেহ 'মুরতাদ' বা ধর্ম্মত্যাগী হওয়া মাত্রই কোন না কোন মিথ্যা কথার সৃষ্টি করিবে।

একবার হায়দরাবাদ হইতে এক ব্যক্তি শিক্ষার্থী হিসাবে এখানে আসিয়াছিল। বর্ত্তমানে সে একজন লিডার সাজিয়াছে। কিছুকাল এখানে থাকার পর এখানে এক ব্যক্তির সঙ্গে তাহার ঝগড়া হয়, ফলে সে লাহোর চলিয়া যায়। যতদূর সম্ভব হোষ্টেলের কর্ম্মকর্ত্তাদের সঙ্গেই তাহার ঝগড়া হইয়াছিল। কিন্তু লাহোর যাইয়া সে এই ঘোষণা করিল যে, সে কাদিয়ান গেলে পর প্রথম প্রথম প্রকৃত বিষয় তাহা হইতে গোপন রাখা হয়। অতঃপর যখন সে খাটি আহমদী হইয়াছে বলিয়া খলিফা সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস হইল তখন তিনি তাহাকে বয়তুল-ফেকেরের (প্রকোষ্ঠবিশেষ) এক কোণে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন,

"আজ আমি তোমার নিকট খাটি আহমদীর রহস্য-ভেদ করিতেছি; তাহা এই,—আমাদের প্রকৃত 'আকিদা' এই যে, মীরজা সাহেব আঁ-হজরত (সাঃ) হইতে 'আফ্‌জল' বা শ্রেষ্ঠ।"

সে এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার পর 'দেয়ানতদারী' বা সততার সহিত প্রকৃত কথা বলিতে পারিত যে, এখানকার লোকের সঙ্গে তাহার মিলন না হওয়ায় সে এখানে থাকিতে পারে নাই। কিন্তু প্রকৃত কথা গোপন করিয়া সে এত বড় মিথ্যার আশ্রয় নিয়াছে, যাহা উচ্চারণ করিতে এক শয়তানী-প্রকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ও কাঁপিয়া উঠে।

ভারতবাসীদের এই অবস্থা যে, তাহারা মিথ্যা বলিতে ইতস্ততঃ করে না। অন্যান্য 'মুরতেদ' বা ধর্ম্মত্যাগীদের বিষয়ও আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, 'মুরতেদ' হওয়া মাত্রই তাহারা শত শত মিথ্যার সৃষ্টি করিয়া লয়। অথচ প্রকৃত বিষয় ঋণ, মোকদ্দমা, চাকুরি, সন্তানের চাকুরি বা বিবাহ ইত্যাদি সংক্রান্ত হয়; কিন্তু নিজ হইতে হাজার হাজার মিথ্যার সৃষ্টি করিয়া এরূপ গোলক-ধাঁধা পেশ করে যে, মানুষ অবাক হইয়া যায়।

বস্তুতঃ আজকাল মিথ্যার বড়ই প্রাদুর্ভাব এবং সত্য প্রতিষ্ঠার পথে বড়ই বিপদ। কিন্তু কোন 'কৌম' বা জাতি যদি সত্যের উপর কায়েম থাকিবার জন্য প্রস্তুত হয় তবে তাহার ফলও অতি মহা হয়। এই কঠিন কাজ যদি আমাদের জমাত সম্পাদন করিয়া লইতে পারে তবে ইহার ফল নেহায়তই 'শান্‌দার' বা মহান হইবে। **যদি জমাতের প্রত্যেক ব্যক্তিই সত্যের 'পাবন্দ' (একনিষ্ঠ সত্য-পরায়ণ) হয়,** স্ত্রীলোকগণ সন্তানগণকে সত্য বলিতে শিক্ষা দেয়, ভাই ভগ্নিকে, পিতা পুত্রকে সত্য বলিতে উপদেশ দেয় এবং ঘনিষ্টতম আত্মীয়ের বিরুদ্ধে হইলেও সত্য সাক্ষ্য দিতে কুণ্ঠিত না হয়, তবে ইহার ফল নেহায়তই শান্‌দার হইবে। কিন্তু আমি দেখিয়াছি যে, লোক অতি দূরবর্ত্তী আত্মীয়গণের জন্যও মিথ্যা বলিতে ইতস্ততঃ করে না।

আমার অভিজ্ঞতা এই যে, অন্যান্যের তুলনায় আমাদের জমাতে সত্যপরায়ণতা অধিক। কিন্তু তথাপি এরূপ কোন কোন লোকও আছে যাহারা মিথ্যা বলিয়া ফেলে। কিন্তু আমাদের জমাতে একটি ব্যাধির অতি প্রাদুর্ভাব—তাহা হইল 'বদ্‌জান্নি' বা সন্দেহ। আমি দেখিয়াছি, প্রত্যেকেই বলে যে, কাজি ইচ্ছা করিয়া ভ্রান্ত মীমাংসা করিয়াছে। কিন্তু আমি অনুসন্ধানের পর এই অভিযোগ সম্পূর্ণই মিথ্যা পাইয়াছি। অবশ্য কাজিদের 'ফয়সালা' বা সিদ্ধান্ত অনেক সময় ভ্রান্তও হয়। কেহ হয়তো পূর্ণ সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই, কিম্বা এরূপ জেরা হইতে দিয়াছেন যাহা হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া কোন কাজি কোন ভ্রান্ত ফয়সালা করিতে আমি দেখি নাই। আমি একথাও বলি না যে, কখনো কোন কাজিই কোনরূপ বদ্‌-দেয়ানতীর কাজ করে নাই। হইতে পারে, কেহ করিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহা এতই সামান্য যে, আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। মানুষ দুর্ব্বল এবং কখন কখন তাহা হইতে মানব-সুলভ দুর্ব্বলতাও প্রসূত হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাহা এতই সূক্ষ্ম যে, তাহা ধরাই অসম্ভব।

বস্তুতঃ আমাদের জমাতের অধিকাংশই সত্যভাষী। অবশ্য কেহ কেহ এরূপও আছে যে, তাহাদের মুখ হইতে সত্য বাহির করা ব্যাঘ্রের মুখ হইতে মাংস খণ্ড বাহির করার ন্যায় কঠিন। তাহারা চিবাইয়া চিবাইয়া কথা বলে এবং জেরার পর জেরা করার পর কোন কথা ব্যক্ত করে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই সত্যবাদী। যদিও তাহারা সত্যপরায়ণতার সেই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় যাহা কোরান-করীম প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, তথাপি অন্যের তুলনায় তাহারা অধিকতর সত্য-পরায়ণ। **কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে-পর্য্যন্ত তাহারা সত্যপরায়ণতার পূর্ণ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইবে সে-পর্য্যন্ত অপরের উপর তাহারা কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না।**

সত্যবাদীতা কায়েম করিবার জন্য প্রথমতঃ স্বয়ং আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যে-মাতা সন্তানের সম্মুখে স্বয়ং মিথ্যা কথা বলে তাহার 'নসিহত' বা উপদেশ সন্তানের উপর কোন সুপ্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কোন কোন মাতাই সন্তানকে মিথ্যা বলিতে শিক্ষা দেয়—যথা মাতা সন্তানকে বলিয়া দেয়, "বল, আব্বা ঘরে নাই।" কিম্বা নিজ হাতে টাকার থলিয়া বাঁধিয়া সন্তানকে বলিয়া দেয়, "বল আমাদের নিকট টাকা নাই"। এরূপ মাতার সন্তান কখনো সত্য বলিতে পারে না।

অতএব সত্যবাদীতা শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং সত্যবাদী হইতে হইবে। ধর্ম্ম-বিষয়েও এই পন্থাই অবলম্বন করিতে হইবে। অদ্য আমার মনে এই কথা বর্ণনা করিবার প্রেরণা আল্‌ফজল পত্রিকায় খান বাহাদুর মৌলবী গোলাম হুসেন খান সাহেবের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া

হইয়াছে। * আমি দেখিয়াছি, তাঁহার প্রবন্ধে এক সরলতা রহিয়াছে। তিনি পরিষ্কার বলেন যে, তাঁহার এক ভুল হইয়াছিল, তিনি তাহা সংশোধন করিয়া নিয়াছেন। তিনি এক সময় বয়েত করেন নাই, অপর সময় বয়েত করিয়া নিয়াছেন। যে-ব্যক্তি স্বয়ং একথা স্বীকার করেন যে, প্রথম তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল, তাঁহার একথায় আপত্তি করিবার কাহার কি অধিকার আছে? কিন্তু মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব বরাবর আপত্তি করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাকে বলেন, "এত শীঘ্র পরিবর্ত্তন আপনার মধ্যে কেমন করিয়া আসিল?" তিনি তাঁহার বর্ত্তমান বয়েত গ্রহণের উপর 'বদজান্নি' বা সন্দেহ করিতেছেন যে, হয়তো এই বয়েত গ্রহণে তাঁহার কোন স্বার্থ রহিয়াছে। বয়েত গ্রহণে যদি তাঁহার কোন গুপ্ত স্বার্থ নিহিত থাকিত তবে তিনি হজরত খলিফাতুল-মসিহ আওয়ালের (রাঃ) 'বয়েত' গ্রহণ করিলেন না কেন? প্রথমতঃ, তিনি হজরত খলিফাতুল-মসিহ্‌ আওয়ালের 'বয়েত' গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার ধারণা ছিল। কিন্তু অদ্য তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমি জানিতে পারিলাম যে, তিনি তখন 'বয়েত' করেন নাই। তিনি মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, "আপনি অবগত আছেন, আমি খলিফা আওয়ালেরও (রাঃ) 'বয়েত' (দীক্ষা-গ্রহণ) করি নাই। আমার মনে যদি কোনরূপ 'বদ্‌-দেয়ানতী' (হীন স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্য) থাকিত তবে আমি তখনই কেন 'বয়েত' করিলাম না? পরন্তু আমি তখনও সাহসের সহিত কাজ করিয়াছিলাম এবং বয়েত হইতে বিরত রহিয়াছিলাম, কিন্তু এখন যেহেতু বুঝিতে পারিলাম যে, 'বয়েত' গ্রহণ করা আবশ্যক, তাই 'বয়েত' করিয়া নিয়াছি, এবং আমি একথা স্বীকার করি যে, প্রথম আমি ভুল করিয়াছিলাম।"

এই কথার উপর আপত্তি করিবার কি আছে? হয়তো মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব এই সিদ্ধান্ত করিয়া দিউন যে, মানুষ কখনো ভুল করিতেই পারে না। নতুবা, যদি মানুষের পক্ষে ভুল করা সম্ভব হয় তবে তাহা সংশোধন করায় দোষ কি? **স্বয়ং মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবের অবস্থাই দেখা যাউক। তিনি হজরত খলিফাতুল-মসিহ আওয়ালের (রাঃ) 'বয়েত' করেন** এবং তাঁহার সঙ্গিগণ ইহা বিজ্ঞাপিত করেন যে, তাঁহার এই 'বয়েত' 'আল্‌-ওসিয়ত' গ্রন্থের শিক্ষানুযায়ী। অথচ আজ তিনি খেলাফতের 'মুন্‌কের' (অস্বীকারকারী) হইয়া বলেন যে, আল্‌-ওসিয়তের শিক্ষা কোন ব্যক্তি বিশেষের খেলাফতের বিরোধী। কিন্তু তিনি একথা বলিবার সাহস করেন না যে, তখন তিনি খেলাফতকে আল্‌-অসিয়তের শিক্ষানুযায়ীই মনে করিতেন বটে, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার তৎকালীন এই ধারণা ভুল ছিল। **তদ্রূপ হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) জীবমান থাকা কালে তিনি তাঁহাকে (আঃ) 'নবী' ও 'রসুল' বলিয়া লিখিতেন এবং আদালতে 'হলপ' করিয়া এই বর্ণনা দিয়াছিলেন, "আমি খোদাতা লার 'কসম' (শপথ) করিয়া বলিতেছি যে, হজরত মীরজা সাহেব নবী"।** কিন্তু এখন বলেন, "আমরা প্রথম হইতেই তাঁহাকে 'নবী' মানি নাই"। অথচ তিনি যদি সত্যপরায়ণতার সহিত কাজ করিতেন তবে তাঁহার 'পজিসন' বড়ই মজবুত হইত। তিনি একথা বলিতে পারিতেন, "প্রথম নবী বলিয়া মনে করিতাম, তাই নবী বলিয়াই প্রকাশ করিতাম, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমাদের পূর্ব্ব ধারণা ভ্রান্ত ছিল"। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি এক ঘটনা অস্বীকার করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার 'পজিসন' আরো খারাপ হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা এ-বিষয় কোন সালিসের সাম্‌নে পেশ করিতে প্রস্তুত আছি। অবশ্য ধর্ম্ম-বিষয়ে আমরা সালিস মানিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু ইহা কোন ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রশ্ন নহে, বরং কোন কোন 'এবারত' বা বাক্যের অর্থ নিয়া প্রশ্ন এবং উর্দ্দু সাহিত্য সংক্রান্ত বিষয়। তাই আমরা সাহিত্যিকগণ দ্বারা এ কথার মীমাংসা করাইতে প্রস্তুত আছি। আমরা তাঁহার প্রাথমিক লিখা পেশ করিয়া দিব এবং তিনিও যে-সকল লিখা ইচ্ছা করেন পেশ করিতে পারেন এবং আমি তাহার উত্তর লিখিয়া দিব। অতঃপর সালিস মীমাংসা করিয়া দিবেন, এই সমুদয় লিপির অর্থ আমরা যাহা করি তাহাই ঠিক, না কি, তিনি যাহা করেন তাহা ঠিক। যদি সালিস সমস্ত লিপি পাঠ করিয়া এই মীমাংসায় উপনীত হন যে, মৌলবী সাহেবের 'আকীদা' বা ধারণা এখন যাহা পূর্ব্বেও তাহাই ছিল তবে আমরা স্বীকার করিব যে, তিনি সত্যবাদী। কিন্তু

* ইনি পেশওয়ারের একজন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইতিপূর্ব্বে তিনি লাহোরী পার্টির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; ইদানীং হজরত খলিফাতুল-মসিহ সানির নিকট 'বয়েত' বা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন—সঃ আঃ।

আমি জানি, তিনি কখনো এই মীমাংসার দিকে আসিবেন না। তাঁহার এই সকল কথার উদ্দেশ্য কেবল তাঁহার পূর্ব্বকার বিশ্বাস ও ধারণার উপর আবরণ দেওয়া। অপরাধী ধরা পড়িলে স্বীয় অপরাধের উপর আবরণ দিতেই চেষ্টা করে এবং বলে যে, শত্রুগণ খামাখা তাহার প্রতি দোষারোপ করিতেছে। মৌলবী সাহেবের এরূপ বহু লিখা বিদ্যমান আছে যে, "মীরজা সাহেব নবীয়ে-আখের-জমান; মোজাদ্দেদ এবং তাঁহার মধ্যে এই প্রভেদ"। কিন্তু আজ বলেন যে, তিনি কখনো একথা বলেনই নাই।

এখন প্রশ্ন এই যে, পূর্ব্বেও যদি তিনি 'নবী' না বলিয়া থাকিতেন এবং তাঁহার লেখা হইতে যদি নবুওতের কোন প্রমাণ না পাওয়া যায়, তবে এ বিষয়ের উপর তিনি আবরণ দিতে চেষ্টা করেন কেন এবং একথা কেন বলেন যে, কাহারো কোন লিখা বা কথার প্রতি মনোনিবেশ করিবার কোন আবশ্যক নাই? তাঁহার উচিত স্বয়ং 'তাহ্‌রিক' বা আহ্বান করিয়া এ বিষয়ের প্রতি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করা। যেহেতু তিনি জানেন যে, এই সকল লিখা পড়িয়া লোক প্রভাবান্বিত হইবে, তাই তিনি বলেন, "জায়েদ ও বকরের কথার কোন মূল্য নাই এবং তাহা কোন দলীল হইতে পারে না।" ইহার স্পষ্ট অর্থ এই যে, তিনি আপন দুর্ব্বলতা ঢাকিতে চান।

মৌলবী গোলাম হুসেন সাহেবের প্রবন্ধ পাঠ করিলে মনে হয় যে, তিনি সত্যবাদীতার সহিত প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন এবং তাহা বিশ্বাস-যোগ্য; কিন্তু মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব যে-সকল প্রবন্ধ লিখেন এবং যে-ভাবে 'নবী' মানা, না মানার প্রশ্ন পেশ করেন তাহাতে তিনি একটা দিক গোপন রাখার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয়। তিনি বলেন, "এই প্রশ্ন ছাড়িয়া দাও যে, আমি বা অন্য কেহ সেই কালে কি বিশ্বাস পোষণ করিতাম বা করিত"। অথচ ইহা অতি গুরু প্রশ্ন যে, হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) জীবিত থাকা কালে তাঁহার (অর্থাৎ মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবের—সঃ আঃ) স্তরের লোকগণের কি বিশ্বাস ছিল। এক জন, দুই জন বা চারি জন ভুল করিতে পারে, কিন্তু যে-বিশ্বাস তৎকালে সর্ব্ব-সম্মতি ক্রমে সকলে পোষণ করিত এবং যাহা পত্রিকা, বিজ্ঞাপন ও পুস্তিকাদিতে প্রকাশিত হইত, হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) যদি তাহা রদ না করিয়া থাকেন, তবে তদ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি (অর্থাৎ হজরত মসিহ মাউদ আঃ) এই 'আকিদা' বা বিশ্বাসকে সঠিক মনে করিতেন। নতুবা তিনি বা জমাতের তৎকালীন বড় বড় লোকগণ কেন এ কথার প্রতিবাদ করেন নাই।

এই সকল বিষয় মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবের 'পজিসন' অতি দুর্ব্বল করিয়া দেয়। সত্যই মানুষকে সকল ক্ষেত্রে কৃতকার্য্য করে। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) প্রথমতঃ লিখিয়াছিলেন যে, মসিহ নাসেরী (অর্থাৎ যিশু খৃষ্ট) জীবিত আছেন, কিন্তু পরে তাঁহাকে মৃত বলিয়া ঘোষণা করেন। মানুষ আপত্তি উত্থাপন করিলে তিনি স্পষ্ট বলিয়া দেন যে, ইহা তাঁহার ভুল ছিল; যতদিন দিব্য জ্ঞান লাভ না করেন ততদিন তিনি সাধারণ মোসলমানদের 'আকীদা' বা বিশ্বাসই পোষণ করিতেন; কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা পরে প্রকৃত বিষয় উদ্ঘাটন করিলে তিনি তাহাই বর্ণনা করিয়া দেন।

এই রূপে প্রথমতঃ তিনি লিখিয়া আসিতেছিলেন যে, তিনি নবী নহেন, কিন্তু পরে নবুওতের দাবী করেন। মানুষ আপত্তি উত্থাপন করিলে তিনি একথা বলেন নাই যে, "আমার তো প্রথমেও এই বিশ্বাসই ছিল যে, আমি 'নবী'; লিখক 'না' শব্দ ভুলে সংযোগ করিয়া দিয়াছে"; কিন্তু তিনি সরল ভাবে স্বীকার করেন যে, "মোসলমানদের পুরাতন ধারণা অনুযায়ী আমি নিজকে নবী বলিয়া মনে করিতাম না, কিন্তু খোদাতা'লার বাণী বৃষ্টিধারা স্বরূপ বর্ষিত হইয়া আমাকে এই ধারণায় কায়েম থাকিতে দেয় নাই"।

মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবও যদি এইরূপে এই পজিসনই অবলম্বন করিতেন তবে কেহ তাঁহার প্রতিও আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিত না। কিন্তু তিনি বলেন যে, তিনি কখনো হজরত মীরজা সাহেবকে 'নবী' মনে করেন নাই। এই সকল লোক তো এক দিক দিয়া আমাদের প্রতি 'শের্‌ক্' বা অন্যকে খোদাতা'লার সমকক্ষ করিবার অপবাদ দেয়, অপর দিক দিয়া তাহাদের অবস্থা এই যে, নবী ও মানুষগণের প্রতি ভুল-ভ্রান্তি আরোপ করা 'জায়েজ' বা সঙ্গত মনে করে, কিন্তু নিজের স্পষ্ট ভুল স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। অথচ স্পষ্ট লিখিত বিষয় বিদ্যমান রহিয়াছে। এরূপ স্পষ্ট লিখা অস্বীকার করা, প্রকৃত পক্ষে তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'গেরেফত' বা দণ্ড। নতুবা, তিনি যদি বলিতেন, "আমরা 'নবী' বলিয়া লিখিয়াছি এবং নিশ্চয়ই লিখিয়াছি কিন্তু তাহা ভুল ছিল, এখন আমরা প্রকৃত বিষয়

বুঝিতে পারিয়াছি" তবে তাঁহার কথা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইত। কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমান 'পজিসন' দেখিয়া প্রত্যেকেই একথা মনে করিতে বাধ্য যে, তিনি সত্যের উপর আবরণ নিক্ষেপ করিতে চান।

সার কথা, ধর্ম্ম ও সংসার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে **সত্যপরায়ণতাকে অগ্রগণ্য রাখা একান্ত আবশ্যক** এবং এই সত্যপরায়ণতা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মানুষের উপকারে আসে। **মাতা-পিতা ও শিক্ষকগণের উচিত সন্তান-গণের মধ্যে সত্যবাদীতার অভ্যাস গড়িয়া তোলা। অধিকাংশ বালকবালিকা মাতাপিতা ও শিক্ষক হইতেই মিথ্যা-কথা শিক্ষা করে।** শতকরা দশ জন অপর হইতে এবং নব্বই জনই মাতাপিতা হইতে মিথ্যা-কথা শিক্ষা করে, প্রতিবেশী বালক-বালিকা হইতেও শিক্ষা করে। কিন্তু যেহেতু তাহাদের প্রতি মাতাপিতা বা শিক্ষকের প্রতি যেরূপ ভক্তি থাকে তদ্রূপ ভক্তির ভাব থাকে না তাই তাহাদের প্রভাব এত অধিক হয় না।

অতএব শতকরা কেবল দশটি দৃষ্টান্তই এরূপ মিলিবে যেখানে প্রতিবেশী বালকবালিকা বা চাকর-ভৃত্য হইতে মিথ্যা কথা শিক্ষা করা হইয়াছে। নতুবা নব্বইটী দৃষ্টান্তই এইরূপ যেখানে মাতা-পিতা বা শিক্ষক হইতে মিথ্যা কথা শিক্ষা করা হইয়াছে। যে-সকল মাতাপিতা ক্ষতি স্বীকার করিয়া হইলেও সত্য কথা বলেন তাঁহাদের সন্তানগণও সাধারণতঃ সত্যবাদী হইয়া থাকে। এইরূপে শিক্ষকের প্রভাবও বালকবালিকাদের উপর অত্যধিক হয়। কারণ বালকবালিকাদের হৃদয়ে এই তিন শ্রেণীর লোকের প্রভাবই অধিক।

চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, কোন মানুষের মধ্যে যে সকল 'হরকত' বা হাব-ভাব দৃষ্ট হয় তাহার অধিকাংশ মাতাপিতা বা শিক্ষকের মধ্যে রহিয়াছে এবং এই সকলই সে মাতাপিতা বা শিক্ষকের অনুকরণে অবলম্বন করিয়াছে। বালকবালিকাগণ ভক্তি বশতঃ সর্ব্বদাই মাতাপিতা ও শিক্ষকের অনুকরণ প্রয়াসী। তাহারা তাহাদিগকে মান্য ও সম্মানার্হ জ্ঞান করিয়া নিজেরাও তাহাদের অনুকরণে মান্য ও সম্মানার্হ হইতে আগ্রহ করে। **সুতরাং মাতাপিতা এবং শিক্ষকগণ যদি সত্যপরায়ণ হন তবে শতকরা নব্বই ভাগ সত্য দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।** অবশিষ্ট মাত্র দশ ভাগ মিথ্যা, যাহা অন্যান্য উপায়ে সৃষ্টি হয়, দুনিয়াতে থাকিয়া যাইবে এবং তাহার প্রতিকারও অতি সহজ।

অতএব আমি জমাতকে উপদেশ দিতেছি যে, নিজেদের মধ্যে এরূপ নৈতিক পরিবর্ত্তন আনিতে চেষ্টা কর যেন বিচারালয়ে কেহ কোন জওয়াব বা সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হইলে নিছক সত্য কথা বলিয়া দেয়। ধর্ম্ম-বিষয়েও এই পন্থাই অবলম্বন করা উচিত। যদি কোন কথার উত্তর একই বারে না দেওয়া যায় তবে বানাউটি উত্তর দিবার চেষ্টা করিও না। আমি তো এইরূপ করি :—

এক ব্যক্তি আমার সাম্‌নে এক চিঠি পেশ করে। তাহা গয়ের-আহমদীর জানাজা * সম্বন্ধে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) লিখিত এক চিঠি ছিল। আমি তাহা দেখিয়া বলিয়া দিলাম, "বর্ত্তমানে ইহার কোন উত্তর আমার জ্ঞানে নাই ; আপনার অন্যান্য 'হাওয়ালা' বা উদ্ধৃতাংশ দ্বারা আমি এই মনে করি যে, গয়ের-আহমদীর 'জানাজা' পড়া নিষিদ্ধ। কিন্তু এই চিঠির আমি এখনো কোন জওয়াব দিতে পারি না। কয়েক বার আমাকে জওয়াব দেওয়ার জন্য চেলেঞ্জও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমি কখনো বানাউটি জওয়াব দিতে চেষ্টা করি নাই। আমি বুঝিতে পারি না ইহাতে সম্মান-লাঘবের কি আছে। হইতে পারে, এরূপ কোন বিশেষ অবস্থায় এই চিঠি লিখা হইয়াছিল যাহা আমি অবগত নহি। কিন্তু, যাহা হউক, এরূপ অন্যান্য 'হাওয়ালা' বিদ্যমান আছে যদ্দারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, গয়ের-আহমদীর 'জানাজা' পড়া তিনি 'জায়েজ' মনে করিতেন না। এই চিঠিখানা দেখিয়া আমি ইহাই বলিয়া দিয়াছিলাম যে, ইহার কোন উত্তর আমি এখন দিতে পারি না।

পরিষ্কার সত্য কথা বলায় আপত্তি কি? একবার লাহোরে দুই ব্যক্তি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। এক জন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোন মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করিয়াছেন?" দেওবন্দ প্রভৃতি শিক্ষা-মন্দির তাহার প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল। আমি বলিয়া দিলাম, "কোন মাদ্রাসায়ই নয়"। অতঃপর সে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহারো নিকট

* মৃত ব্যক্তির আত্মার মঙ্গল কামনা করিয়া প্রার্থনা—সঃ আঃ

হইতে কোন সনদ লাভ করিয়াছেন কি?" আমি বলিলাম, "না"। পুনঃ সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কোন্ 'এল্‌ম' (বিদ্যা) আপনি পাঠ করিয়াছেন?" আমি উত্তর করিলাম, 'কোনই না"। তাহার এই সকল প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্য ছিল কেবল আমাকে 'জাহেল' এবং ধর্ম্মালাপের অযোগ্য প্রতিপন্ন করা। আমি তাহাকে এই উত্তরও দিতে পারিতাম যে, "এই সকল প্রশ্ন করিবার তোমার কি অধিকার আছে?" কিন্তু সে প্রশ্ন করিতে লাগিল এবং আমি উত্তর দিতে লাগিলাম। কতিপয় বন্ধু তথায় উপবিষ্ট ছিলেন; তাঁহারা তাহাকে ঈদৃশ প্রশ্নে বাধা দিতেও চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমি বলিলাম, "না, জিজ্ঞাসা করিতে দিন"। সে তাহার সঙ্গিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে, তিনি 'জাহেল', অতএব তাঁহাকে আর কি প্রশ্ন করিব?" আমি বলিলাম, আপনি একটি প্রশ্ন করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহা আমিই বলিয়া দিতেছি"। সে বলিল, "তাহা কি?" আমি বলিলাম, :"আমি ইংরাজী স্কুলে পড়িতাম, এবং প্রাইমারীতেও ফেল হইয়াছি, মিড্‌লেও ফেল হইয়াছি এবং এণ্ট্রেন্সেও ফেল হইয়াছি; এইরূপ ফেল হওয়া সত্ত্বেও আমি একটি বিষয় পাঠ করিয়াছি; আমি এমন জিনিষ পাঠ করিয়াছি যাহা হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) পাঠ করিয়াছিলেন—আমি কোরান করীম পাঠ করিয়াছি; অবশ্য হজরত মোহাম্মদের (সাঃ) মর্য্যাদা অনেক উপরে এবং আমার স্থান অনেক নীচে।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আমি দুনিয়ার কোন 'এল্‌ম' বা জ্ঞান শিক্ষা করি নাই, কিন্তু এতদত্ত্বেও আমার দাবী এই যে, দুনিয়ার যে কোন 'এল্‌ম' বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক হইতে সেই সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতম 'মাহের' বা বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক কোরান-করীম বা ইসলামের উপর এমন কোন এতেরাজ বা আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না যাহার উত্তর আমি দিতে না পারিব। আমার এই জওয়াব শ্রবণ করিয়া তাহার সাথী বলিল, "আমি কি তোমাকে ইঙ্গিত করিয়া বলি নাই যে, তাঁহার জওয়াবের আর কোন অর্থ আছে? আমি তোমাকে পূর্ব্বেই নিষেধ করিয়াছিলাম যে, এই সকল প্রশ্ন করিও না। কোন কোন পয়গামী এই 'এতেরাজ' করে যে, "মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব তো এম-এ, এল-এল-বি, কিন্তু এই ব্যক্তি কি?" আমি স্বীকার করি যে, আমার নিকট কোন সনদ নাই; কিন্তু তথাপি আমার দাবী এই যে, আমি কোরান-করীম জানি, কেহ ইচ্ছা করিলে আমার এই দাবী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। আমি কখনো কাহারো নিকট এই দাবী করি নাই যে, আমি 'ফিলোসফি' বা দর্শনশাস্ত্রে খুব পারদর্শী, আমা হইতে ফিলোসফি শিক্ষা করি, কিম্বা আমি অঙ্ক শাস্ত্রে পারদর্শী, আমা হইতে অঙ্ক শিক্ষা কর। অবশ্য আমি এই দাবী করিয়াছি যে, কোরান-শরীফ আমা হইতেই শিক্ষা করিতে পার। অন্য কোন 'এল্‌ম' বা জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমার পারদর্শীতা না থাকা আমার পক্ষে কোন অসম্মানের বিষয় নহে। কোন ইঞ্জিনিয়ার যদি কর্ম্মকারের কাজ না জানে তবে তাহাতে তাঁহার কোন সম্মান লাঘব হয় না। কিম্বা কোন তাঁতি যদি নাপিতের কাজ না জানে তবে তাহাকে 'জাহেল' বলা চলে না। যে ব্যক্তি যে-বিদ্যায় পারদর্শী সেই বিদ্যায়ই তাহার জ্ঞানের পরীক্ষা হইতে পারে, অন্য কোন বিদ্যায় নহে। সুতরাং আমার পক্ষে কোরান করীম ছাড়া অন্য কোন 'এল্‌ম' বা বিদ্যায় পারদর্শী না হওয়াকে যদি কেহ অজ্ঞতা বলিতে চায়, তবে বলুক। ইহাতে আমার কোন সম্মান লাঘব হইবে না।

লোকগণ আমা কর্ত্তৃক মোসলেহ-মাউদ হওয়ার দাবী করাইতেও চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আমি কখনো ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি নাই। বিরুদ্ধবাদিগণ বলে, "আপনার শিষ্যগণ আপনাকে মোস্‌লেহ্-মাউদ বলে, কিন্তু আপনি স্বয়ংই দাবী করেন না"। আমি বলি, আমার দাবী করিবার আবশ্যক কি? আমি যদি মোসলেহ-মাউদ হইয়া থাকি, তবে আমার পক্ষে দাবী না করায় আমার পজিসনে কোন ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না। আমার 'আকিদা' বা ধর্ম্ম-মত তো এই যে, কোন ভবিষ্যদ্বাণী যদি গায়ের-মামুর সম্বন্ধে হয় তবে তাঁহার পক্ষে দাবী করার আবশ্যক হয় না। অতএব আমার পক্ষে দাবী করার কি আবশ্যক? রসুল-করীম (সাঃ) রেল গাড়ী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন; এখন প্রশ্ন এই যে, রেল গাড়ীর পক্ষে কি কোন দাবী করার আবশ্যক আছে? দজ্জাল সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে, তাই বলিয়া কি দর্জ্জালের পক্ষে দাবী করা আবশ্যক? অবশ্য 'মামুর' (প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর বেলায় দাবী করার প্রয়োজন আছে। গায়ের-মামুর (যিনি প্রত্যাদিষ্ট নহেন) যদি একথা অবগতও না থাকেন যে, ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহাতে পূর্ণ হইয়াছে তবে তাহাতে কিছু আসে যায় না।

ওম্মতে-মোসলেমা গ্রন্থে মোজাদ্দেদগণের যে লিষ্ট হজরত মসিহ-মাউদকে (আঃ) দেখাইয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কয় জন আছেন যাঁহারা দাবী করিয়াছিলেন? আমি স্বয়ং হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) বলিতে শুনিয়াছি, "আমার নিকট তো আওরঙ্গজেবও তাঁহার 'জামানা' বা যুগের 'মোজাদ্দেদ' ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়"। তিনি কি কোন দাবী করিয়াছিলেন? ওমর-বিন্ আবদুল আজীজকে মোজাদ্দেদ বলা হয়; তাঁহার পক্ষ হইতে কি কোন দাবী করা হইয়াছে?

অতএব গায়ের-মামুরের পক্ষে দাবী করার আবশ্যক নাই। দাবী কেবল মামুরগণের পক্ষেই করার আবশ্যক হয়। গায়ের-মামুরের পক্ষে কেবল তাঁহার কার্য্য দেখিতে হইবে। যদি তাঁহার কার্য্য পূর্ণ হয়, তবে তাঁহার পক্ষে দাবী করার কোন আবশ্যক নাই। এমতাবস্থায় তিনি যদি অস্বীকারও করেন তবু আমরা বলিব যে, তিনিই সেই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূরক। ওমর-বিন-আবদুল আজীজ যদি মোজাদ্দেদ হওয়া অস্বীকারও করিতেন তবু আমরা বলিতে পারিতাম যে, তিনি নিজ জমানার মোজাদ্দেদ ছিলেন। কেননা, মোজাদ্দেদের পক্ষে কোন দাবী করিবার আবশ্যক নাই। কেবল সেই সকল মোজাদ্দেদের পক্ষেই দাবী করা আবশ্যক যাঁহারা 'মামুর'ও বটেন। যে গয়ের-মামুর নিজ যুগে পতনোন্মুখ ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শত্রুর আক্রমণ বিনষ্ট করেন তিনি নিজে অবগত না হইলেও আমরা তাঁহাকে মোজাদ্দেদ বলিতে পারি। অবশ্য মামুর-মোজাদ্দেদ তিনিই হইতে পারেন যিনি দাবীও করেন, যেমন হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) করিয়াছেন।

অতএব আমার পক্ষ হইতে মেসলেহ মাউদ হওয়ার দাবীর কোন আবশ্যক নাই, এবং বিরুদ্ধবাদীদের এরূপ কথায় ঘাবড়াইবারও কোন কারণ নাই। ইহাতে কোন সম্মান লাঘবেরও কথা নাই। প্রকৃত সম্মান তাহাই যাহা খোদাতা'লার তরফ হইতে লাভ হয়। কোন ব্যক্তি যদি খোদাতা'লার পথে চলে তবে সে দুনিয়ার দৃষ্টিতে অপদস্থ প্রতীয়মান হইলেও খোদাতা'লার দরগাহে সে নিশ্চয়ই সম্মান প্রাপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি মিথ্যার সাহায্যে নিজের ভ্রান্ত দাবী প্রমাণিতও করিয়া ফেলে এবং স্বীয় চতুরতা ও চালাকি দ্বারা লোক মধ্যে বিজয়ীও হয়, তথাপি সে খোদাতা'লার দরগাহে সম্মান লাভ করিতে সক্ষম হয় না। যে-ব্যক্তি খোদাতা'লার দরবারে সম্মান প্রাপ্ত নহে সে বাহ্যতঃ যতই সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হউক না কেন, প্রকৃত পক্ষে সে ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছে, লাভবান হয় নাই, এবং অবশেষে এক দিন সে অপদস্থই হইবে।

অতএব পার্থিব ও অপার্থিব যাবতীয় বিষয়ে সর্ব্বদা সত্যকে অবলম্বন কর। যে ব্যক্তি সত্যের খাতিরে ক্ষতি স্বীকার করে সে প্রকৃত লাভবান হয়। হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) যুগে যখন আথম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী নিয়া মোখালেফগণ (বিরুদ্ধবাদীগণ) ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই বলিয়া গোলমাল আরম্ভ করিল তখন একদা ভাওয়ালপুরের নবাব সাহেবের দরবারেও এ বিষয় নিয়া আলোচনা হইতেছিল এবং ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই বলিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হইতেছিল। নবাব সাহেবের পীর হজরত গোলাম ফরিদ সাহেব চাচরানওয়ালীও তথায় ছিলেন। তিনি চুপচাপ উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পর নবাব সাহেবও এই আলোচনায় যোগদান করিলেন। তিনি উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের কি লজ্জা হয় না যে, এক খৃষ্টানের সমর্থন কর এবং এক মোসলমানের বিরুদ্ধাচরণ কর? তোমরা বল যে, আথম জীবিত আছে। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। সে মারাই গিয়াছে। আমার চক্ষে তো মৃতই দৃষ্ট হয়।"

অতএব কোন ব্যক্তি যখন সত্যের সাপক্ষে দণ্ডায়মান হয় তখন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাত্রই তাঁহার সম্মান করিবে। নীচ প্রবৃত্তির লোকগণ যদি তাঁহার সম্মান উপলব্ধি করিতে না পারে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। সুতরাং কখনো কোন শত্রুর এতেরাজ বা আপত্তিতে ভয় পাইয়া সত্য গোপন করিও না। কেননা যদি তোমরা এরূপ কর তবে নিজেদের সম্মান কায়েম করিতে প্রয়াস পাইবে এবং খোদাতা'লাও তাঁহার রসুলের অসম্মানকারী প্রতিপন্ন হইবে। এমতাবস্থায় তোমরা তাঁহার দোয়া লাভ করিবার যোগ্য পাত্র হইবে না বরং তাঁহাদের অসন্তোষ-ভাজন হইবে। সুতরাং সত্য প্রতিষ্ঠা কর। কারণ যে দিন তোমরা ইহা প্রতিষ্ঠিত করিবে সে-দিন আহমদীয়তের 'শান' (গৌরব) ও ইহার মর্য্যাদা অতি মহান হইবে।

---

# সুরাহ্ জুমার ভবিষ্যদ্বাণী

## রসুল করীমের (সাঃ) পুনরাগমন—মসিহ-মাহ্‌দীর আবির্ভাব

### সাহাবাগণের নূতন জমাত

হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) গ্রন্থ হইতে অনুদিত

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

( ৬ )

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব

বর্ত্তমান যুগের সমস্ত বিরুদ্ধবাদী মৌলবীগণকে নিশ্চয়ই একথা স্বীকার করিতে হইবে যে—যেহেতু আঁ-হজরত ( সাঃ ) খাতামুল-আম্বিয়া ছিলেন, তাঁহার শরীয়ত সার্ব্বভৌমিক ছিল এবং তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল, لكن الرسول الله وخاتم النبيين ( কিন্তু আল্লাহ্‌র রসুল ও খাতামুন্নাবিয়ীন" অনুবাদক ) এবং তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলা হইয়াছিল, — قل يا يها الناس اني رسول الله اليكم جميعا ("বল, হে মানবগণ, আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহ্‌র রসুল"—অনুবাদক )

সুতরাং, যদিও আঁ-হজরতের ( সাঃ ) জীবদ্দশায় সেই বিভিন্ন সাকুল্য 'হেদায়েত' (ধর্ম্ম-শিক্ষা) যাহা হজরত আদম হইতে হজরত ইসা পর্য্যন্ত ছিল—কোরান শরীফে একত্রীভূত করা হইয়াছিল, কিন্তু قل يا يها الناس اني رسول الله اليكم جميعا ( বল, "হে মানবগণ, আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর প্রেরিত রসুল"—অনুবাদক ) এই আয়েতের মর্ম্ম আঁ-হজরতের (সাল্লাল্লাহু-আলায়হে-ও-সাল্লাম ) জীবদ্দশায় কার্য্যতঃ পূর্ণ হইতে পারে নাই। কারণ, 'পূর্ণ প্রচার' নির্ভর করিত সমস্ত বিভিন্ন দেশে—অর্থাৎ এশিয়া, ইয়ুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং মানব অধ্যুষিত পৃথিবীর কোণে কোণে পর্য্যন্ত আঁ-হজরতের ( সাঃ ) জীবন কালেই কোরানের তবলীগ হওয়ায়—অথচ তাহা তখন সম্ভব ছিল না, বরং তখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন কোন মানব অধ্যুষিত স্থানের কোন সন্ধানই ছিল না এবং দূর-দূরান্তর স্থানে পরিভ্রমণের উপায় এমন দুরূহ ছিল, যেন ছিলই না।

শুধু তাহাই নয়, বরং যদি সেই ৬০ বৎসর পৃথক করা হয়—যাহা এই অধমের বয়স—তবে ১২৭৫ হিজরী পর্য্যন্তও প্রচারের পূর্ণ সরঞ্জাম এক প্রকার ছিলই না এবং তখন পর্য্যন্ত সমগ্র আমেরিকা ও ইয়ুরোপের অধিকাংশ স্থান কোরানের তবলীগ ও তাহার যুক্তি প্রমাণাদি হইতে বঞ্চিত ছিল; বরং দূরবর্ত্তী দেশ সমূহের নিভৃত অঞ্চলগুলি ত এমনি অজ্ঞাত ছিল, যেন সেই সকল অঞ্চলের অধিবাসিগণ ইস্‌লামের নাম সম্বন্ধেও অপরিচিত ছিল।

বস্তুতঃ, উপরোক্ত আয়েতে যে বলা হইয়াছিল—"হে বিশ্ব-বাসী! আমি তোমাদের সকলের নিকট রসুল"—কার্য্যতঃ এই আয়েত অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বে ইতিপূর্ব্বে কদাচ তবলীগ হইতে পারে নাই এবং ইসলামের সত্যতার প্রমাণ এমন ভাবে পৌঁছান হয় নাই, যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, শত্রুর প্রাণে কার্য্য করিয়াছে; অর্থাৎ 'এৎমামে-হুজ্জৎ' হয় নাই। কারণ, প্রচারের উপায় ছিল না। তারপর, ভাষার অপরিচয় মহা-বিঘ্ন ছিল। তারপর, ইস্‌লামের সত্যতার এই সকল প্রমাণ- জ্ঞান নির্ভর করিত ইসলামের শিক্ষা ইসলামের হেদায়েত অপর ভাষাসমূহে অনুদিত হওয়ার উপর, কিম্বা সেই সকল মানব স্বয়ং ইসলামী ভাষায় জ্ঞান লাভ করার উপর। এই উভয় বিষয়ই তখন পর্য্যন্ত অসম্ভব ছিল।

কিন্তু কোরান শরীফের এই ঘোষণা—"এবং যাহাদের নিকট ইস্‌লামের বাণী পৌঁছে"—এই আশা প্রদান করিতেছিল যে, এখনো আরো বহু ব্যক্তি আছে, যাহাদের নিকট এখনো কোরানের তবলীগ পৌঁছে নাই।

সেইরূপ, আয়েত واخرين منهم لما يلحقوا بهم ("এবং অন্যান্যগণের মধ্যে তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা এখনো তাহাদের সাহত যোগদান করে নাই"—অনুবাদক ) একথা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতেছিল যে, আঁ-হজরতের ( সাঃ )

জীবদ্দশায় যদিও হেদায়তের উপকরণ পূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু তখনো প্রচার অপূর্ণ ছিল।

এই আয়েতে যে منهم ("তাহাদের মধ্য হইতে") শব্দ আছে, তাহা ইহাই প্রকাশ করিতেছিল যে, এক ব্যক্তি **আবির্ভূত** হইবেন—যিনি সেই জামানায় **"তকমিলে-এশাত"** বা প্রচার-কার্য্য পূর্ণ-ভাবে পরিচালনার যোগ্য ও সমর্থ হইবেন—তিনি আঁ-হজরতের (সাঃ) রঙে রঙীন হইবেন এবং তাঁহার বন্ধুগণ মোখ্‌লেস সাহাবাগণের রঙে রঙীন হইবেন।

বস্তুতঃ ইহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তীগণের মধ্যে কাহারো মত-বিরোধ নাই যে,ইসলামী উন্নতির যুগের দুইটি বিভাগ করা হইয়াছে।* (১) **তকমীলে-হেদায়েতের** জামানা বা ইসলামের শিক্ষা পূর্ণতা লাভের যুগ—যাহার প্রতি এই আয়েত, যথা يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة (অর্থাৎ, "আঁহজরত সাঃ একটি পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, উহাতে আছে সকল চির সত্য"—অনুবাদক) মধ্যে ইঙ্গিত রহিয়াছে। (২) দ্বিতীয়, **'তকমীলে এশাতের জামানা'** বা প্রচার-কার্য্যের পূর্ণতার যুগ, যাহার প্রতি এই — ليظهره على الدين كله ("যেন তিনি সর্ব্ব-ধর্ম্মের উপর ইস্‌লামের প্রাধান্য স্থাপন করেন"—অনুবাদক) আয়েত ইঙ্গিত করে।

আঁ-হজরতের (সাঃ) যেরূপ কর্ত্তব্য ছিল যে, খত্‌মে-নবুওত বা নবুওতের-পূর্ণতার দরুণ তকমিলে-হেদায়েত বা ধর্ম্ম-শিক্ষার পূর্ণতা সাধন করেন, সেইরূপ ওমুরে-শরীয়ত বা ধর্ম্ম-ব্যবস্থার ব্যাপকতা বশতঃ ইহাও কর্ত্তব্য ছিল যে, সমগ্র বিশ্বে 'তকমীলে-এশাত' বা প্রচারের পূর্ণতাও সাধন করিবেন।

কিন্তু, আঁ-হজরতের (সাঃ) সময়ে যদিও 'তকমীলে-হেদায়েত' (প্রচারের পূর্ণতা) সাধন হইয়াছিল, যেমন আয়েত اليوم اكملت لكم دينكم ("আজ তোমাদের ধর্ম্ম তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করিয়াছি"—অনুবাদক) এবং আয়েত يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ("তিনি পবিত্র ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, উহাতে আছে শুধু স্থায়ী চির সত্য"—অনুবাদক) ইহার সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু তখন "তকমিলে-এশাতে-হেদায়েত" বা ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রচারের পূর্ণতা সাধন অসম্ভব ছিল এবং ভিন্ন ভাষা-ভাষীদের নিকটেও ধর্ম্ম পৌঁছাইবার জন্য, তারপর ইহার যুক্তি-প্রমাণ বুঝাইবার জন্য এবং সেই সকল মানবের সহিত সাক্ষাতের জন্য কোন উত্তম ব্যবস্থা ছিল না। সমস্ত দেশ ও নগর সমূহের পারস্পারিক সম্বন্ধ একে অপর হইতে এরূপ পৃথক ছিল যে, প্রত্যেক জাতি ইহাই মনে করিত যে, তাহাদের দেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশ নাই। যেমন, হিন্দুগণও মনে করিত যে, হিমালয়ের পরপারে আর কোন জনপদ নাই। তারপর, ভ্রমণের উপায়ও সহজ ছিল না। তখন যে জাহাজ চলিত, তাহাও পালের দ্বারা চলিত।

এই নিমিত্ত খোদাতা'লা 'তকমীলে-এশাত' বা প্রচারের পূর্ণতা সাধন এমন এক সময়ের জন্য মুলতবী রাখিয়াছিলেন যখন জাতি সমূহের মধ্যে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে এবং জল ও স্থলে ব্যবহার্য্য এমন যান সমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, তদপেক্ষা অধিকতর সহজ বাহন সম্ভবপর নহে। তারপর, মুদ্রন-যন্ত্রের আধিক্য বশতঃ গ্রন্থাদি এরূপ মিষ্টান্নে পরিণত হইয়াছে যে, তাহা বিশ্ব-মানবের হস্তে হস্তে প্রদত্ত হইতে পারে।

---

* নোট :—এই বিভাগটী উত্তমরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে। খোদাতা'লা কোরান শরীফে আঁ-হজরতের (সাঃ) দুইটি পদ—'মন্‌সব'—কায়েম করিয়াছেন।

(১) প্রথমতঃ, কামেল কেতাব বা পূর্ণতম-ধর্ম্ম-গ্রন্থ উপস্থিত-কারক। যেমন, তিনি বলেন :—

يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ("তিনি পবিত্র ধর্ম্ম-গ্রন্থ কোরান পাঠ করিতেছেন—ইহাতে আছে শুধু সর্ব্বচির-সত্য"—অনুবাদক)।

(২) দ্বিতীয়, সমগ্র বিশ্বে এই গ্রন্থ প্রচারক। যেমন, তিনি বলিয়াছেন :—

ليظهره على الدين كله ("যেন তিনি সর্ব্ব-ধর্ম্মের উপর ইসলামের প্রাধান্য স্থাপন করেন"—অনুবাদক)। 'তকমিলে-হেদায়েতের জন্য খোদাতালা ষষ্ঠ দিবস নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ঐশী-নিয়ম (সুন্নতুল্লাহ্‌") আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, 'তকমিলে-এশাতে-হেদায়েত' বা ইস্‌লামের শিক্ষা প্রচারের পূর্ণতা লাভের দিবসও ষষ্ঠ সহস্র বর্ষ। ওলামায়-কারাম এবং ইস্‌লামের সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, 'তকমীলে-এশাত' বা প্রচারের পূর্ণতা মসিহ্‌ মাউদ—প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ দ্বারা লাভ করিবে। তারপর, এখন সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, 'তকমিলে এশাত' বা প্রচারেরপূর্ণতা ষষ্ঠ সহস্রে হইবে। এই নিমিত্ত ফলে দাঁড়াইয়াছে, মসিহ্‌ মাউদ ষষ্ঠ সহস্রে (অর্থাৎ আদমের আঃ জন্মের পর ষষ্ঠ সহস্র বর্ষে—অনুবাদক) আবির্ভূত হইবেন।

সুতরাং, এই সময়ই وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ("এবং অন্যান্যগণের মধ্যে তাহাদের মধ্য হইতে, যাহারা এখনো তাহাদের সহিত সম্মিলিত হয় নাই"—অনুবাদক) আয়েত এবং قل يا يها الناس انى رسول الله اليكم جميعا (বল, "হে মানবগণ আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহ্‌র রসুল"—অনুবাদক) আয়েতের মর্ম্মানুযায়ী আঁ-হজরতের (সাঃ) পুনরাগমনের প্রয়োজন হইয়াছে এবং সেবক রূপে ট্রেন, টেলিগ্রাফ, জাহাজ, প্রেস, ডাকের উত্তম ব্যবস্থা, পরস্পর ভাষা-জ্ঞান—বিশেষতঃ, ভারতবর্ষে উর্দ্দু ভাষা যাহা হিন্দু ও মোসলমানগণের মধ্যে একটি সাধারণ ভাষায় পরিণত হইয়াছিল—ইহারা সকলে আঁ-হজরতের (সাঃ) নিকট স্ব স্ব অবস্থা দ্বারা সমস্বরে এই আবেদন করিতেছিল, "হে রসুলুল্লাহ, (সাঃ) আমরা সকল সেবকগণ উপস্থিত এবং প্রচারের দায়িত্ব পূর্ণ করিবার জন্য প্রাণপণে নিয়োজিত। আপনি আগমন করুন এবং আপনার কর্ত্তব্য পূর্ণ করুন। কারণ, আপনার দাবী—আপনি সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্য আসিয়াছেন এবং এখনই সেই সময়, যখন আপনি বিশ্ববাসী সমুদয় জাতিসমূহের নিকট কোরান প্রচার করতঃ প্রচারের পূর্ণতা আনয়ন করিতে পারেন এবং শত্রুগণও মনে মনে বুঝিতে পারে এবং এ রূপে, ইস্‌লামের সত্যতা সম্বন্ধীয় প্রমাণই কার্য্য-সাধন বা 'এৎমামে-হুজ্জতের' জন্য বিশ্ব-মানবের মধ্যে কোরানের সত্যতার প্রমাণ সমূহ বিস্তার করিতে পারেন।"

তখন আঁ-হজরতের (সাঃ) আধ্যাত্মিকতা ('রুহানিয়ত') উত্তর করিল, "দেখ, আমি 'বরুজ' (প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়া) স্বরূপ আসিতেছি।* কিন্তু আমি আসিব ভারতবর্ষে। কারণ, ধর্ম্ম-প্রবণতা, সর্ব্ব-ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ, সকল ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দিতা, শান্তি ও স্বাধীনতা এখানেই আছে এবং আদম আলায়হেস্‌-সালামও এখানেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং, যুগ প্রবর্ত্তনের পরিশেষেও যিনি আদমের বর্ণে বর্ণিত হইয়া আসিবেন, তিনিও এদেশেই আসা উচিত, যেন আদি ও অন্তের একই স্থানে সম্মিলন দ্বারা বৃত্ত-চক্র পূর্ণ হয়।"

তারপর, যেহেতু আঁ-হজরতের (সাঃ) পুনরাগমন যাহা وآخرين منهم আয়েত দ্বারা বুঝায় ("এবং অন্যান্যগণের মধ্যে, তাহাদের মধ্য হইতে"—অনুবাদক) 'বরুজ', প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়া আকার ব্যতীত সম্ভবপর ছিল না, সেই জন্য আঁ-হজরতের (সাঃ) রুহানিয়ত, তাঁহার আধ্যাত্মিকতা এমন এক ব্যক্তিকে আপনার নিমিত্ত নির্ব্বাচন করিয়াছে—যিনি স্বভাব চরিত্র, সাহস ও বিশ্ববাসীর প্রতি সহানুভূতি বিষয়ে তাঁহার অনুরূপ ছিলেন এবং "মাজাজী" বা রূপক ভাবে তাঁহাকে স্বীয় **আহমদ** (সাঃ) ও **মোহাম্মদ** (সাঃ) নাম প্রদান করিয়াছে—যেন এই বুঝা যায় যে, তাঁহার আবির্ভাব, প্রকৃতপক্ষে, আঁ-হজরতেরই (সাঃ) আবির্ভাব বটে। *

( ৭ )

আশ্চর্য্যের কথা, নবী করীমের (সঃ) হাদিস সমূহে মসিহ্‌ মাউদ সম্বন্ধে যেমন ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, তিনি আখেরী জামানায় আবির্ভূত হইবেন, তেমনি একজন পারশ্য বংশীয় পুরুষ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, তিনি আখেরী জামানায় নষ্ট ইমানের পুনরুদ্ধার করিবেন। যেমন, লিখিত আছে:—

لو كان الايمان معلقا بالثريا لنا له رجل من فارس -

অর্থাৎ, "যদি ইমান সুরাইয়া নক্ষত্রে প্রস্থান করিত, তবু একজন পারশ্য বংশীয় পুরুষ তাহা পুনরানয়ন করিতেন।"

এখন, স্পষ্টতঃ, দেখা যায় যে, পারশ্য বংশীয় ব্যক্তিকে এই হাদিসে এতদূর মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহার ক্রিয়াকে এমন উজ্জ্বল দেদীপ্যমান কার্য্য স্বরূপ দেখান হইয়াছে যে, বলিতে হয়, সেই **পারশ্য বংশীয় পুরুষ** মসিহ্‌ মাউদ অপেক্ষা

---

* যেহেতু আঁ-হজরতের (সাঃ) অপর দায়িত্ব 'হেদায়েত' বা প্রচারের পূর্ণতা সাধন আঁ-হজরতের (সাঃ) সময়ে প্রচারের উপকরণাদির অনুপস্থিতি বশতঃ অসম্ভব ছিল, সেজন্য কোরান শরীফে وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ("এবং অন্যান্যগণের মধ্যে তাহাদের মধ্য হইতে, যাহারা এখনো তাহাদের সহিত যোগদান করে নাই"—অনুবাদক) আয়েত মধ্যে আঁ-হজরতের (সাঃ) পুনরাগমনের অঙ্গীকার প্রদত্ত হইয়াছিল। এই অঙ্গীকারের প্রয়োজন এই জন্যই উৎপন্ন হইয়াছিল যে, আঁ-হজরতের (সাঃ) অপর দায়ীত্ব অর্থাৎ ধর্ম্মশিক্ষা প্রচারের পূর্ণতা আনয়ন—যাহা তাঁহার হস্তে সম্পাদিত হওয়ার ছিল—তখন উপকরণের অনুপস্থিতি বশতঃ সম্পাদিত হয় নাই। সুতরাং, এই কর্ত্তব্য আঁ-হজরত (সাঃ) তাহার পুনরাবির্ভাব দ্বারা—যাহা "বরুজী" বা প্রতিবিম্বাকারে ছিল—এমন সময়ে সম্পাদন করেন, যখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জাতিগণের নিকট ইসলাম পৌঁছাইবার জন্য উপকরণ উৎপন্ন হইয়াছিল।

* 'তোহফায়-গোলড়বীয়া', ৩য় সংস্করণ, ১৯৩২ খৃঃ অব্দ, ১৬২—১৬৫ পৃঃ হইতে অনুদিত। ১৯৮২ খৃঃ অব্দে এই গ্রন্থের ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। (অনুবাদক)

শ্রেষ্ঠ। কারণ, বিরুদ্ধবাদীদের কথানুসারে মসিহ্ মাউদ শুধু দজ্জাল বধ করিবেন, কিন্তু পারশ্য বংশীয় ব্যক্তি সুরাইয়া নক্ষত্র হইতে ইমান পুনরানয়ন করিবেন। যেমন, একটি অন্য হাদিসেও উল্লিখিত হইয়াছে যে, **শেষ যুগে (আখেরী জামানায়) কোরান আকাশে উত্তোলিত হইবে—লোকেরা কোরান পাঠ করিবে, কিন্তু তাহা তাহাদের কণ্ঠের নিম্নে অবতরণ করিবে না।**

সুতরাং, সেই জামানা পারশ্য বংশীয় পুরুষের যুগ এবং মসিহ্ মাউদেরও সেই যুগ। কিন্তু, অবস্থা হিসাবে, পারশ্য বংশীয় পুরুষ এই বিশিষ্ট সেবা করিবেন যে, ইমান আকাশ হইতে পুনরানয়ন করিবে।

সুতরাং, তাঁহার মোকাবিলা মসিহ্ মাউদের কোন দ্বীনী খেদমত, কোন ধর্ম্ম-সেবা প্রমাণিত হইতে পারে না। কারণ, দজ্জাল বধ করা শুধু অন্যায় অনিষ্ট দমন—'দাফে-সার' বটে। ইহাতে নাজাত নির্ভর করে না। কিন্তু আকাশ হইতে ইমান পুনরানয়ন এবং জনগণকে 'মোমেনে-কামেল' বা পূর্ণ মোমেনে পরিণত করা—ইহা 'আফাজায়-খয়র' বা মঙ্গল-প্রসাধন। ইহাতে নাজাত নির্ভর করে। তারপর, মঙ্গল-প্রসাধনের সহিত অনিষ্ট দমনের কোনই তুলনা হয় না।

এতদ্ব্যতীত, স্পষ্ট কথা, যে-ব্যক্তি এত কল্যাণ সাধন করিবেন যে, সুরাইয়া হইতে ইমান পুনরানয়ন করিবেন, তাঁহার সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধারণা করিতে পারে না যে, তিনি অন্যায় নিবারণ করিতে পারিবেন না।

সুতরাং, এই ধারণা একেবারেই অযৌক্তিক যে, আখেরী জামানায় মঙ্গল কার্য্য পারশ্য বংশোদ্ভূত ব্যক্তি সম্পাদন করিবেন এবং অন্যায় প্রতিহত করিবেন মসিহ্ মাউদ। যাঁহার আকাশে উঠিবার শক্তি আছে, তিনি জমিনের অনিষ্ট দূরীভূত করিতে পারিবেন না?

বস্তুতঃ, এ জমানার মোসলমানগণের এই ভ্রান্তি বাস্তবিক দুঃখের বিষয়। তাহারা মসিহ্ মাউদ ও পারশ্য বংশীয় পুরুষকে দুই জন পৃথক ব্যক্তি বলিয়া মনে করে। আজ হইতে ২৬ বৎসর পূর্ব্বে খোদাতা'লা **'বারাহীনে-আহ্‌মদীয়া'** গ্রন্থে এই বন্ধন খুলিয়া দিয়াছেন। কারণ, এক দিকে ত আমাকে মসিহ্ মাউদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং আমার নাম **ইসা** রাখিয়াছেন, যেমন, 'বারাহীনে-আহ্‌মদীয়ায়' বলিয়াছেন—

يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى
ومطهرك من الذين كفروا -

("হে ইসা আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দান করিব এবং আমার দিকে উত্তোলন করিব এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের অপবাদ হইতে তোমাকে পবিত্র করিব"—অনুবাদক); তারপর অন্য দিকে আমাকে পারশ্য বংশীয় পুরুষ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক বারম্বার সেই নামে আহ্বান করিয়াছেন—যেমন বলিয়াছেন—

ان الذين صدوا عن سبيل الله رد عليهم
رجل من فارس - شكر الله سعيه -

অর্থাৎ "খৃষ্টান ও তাহাদের অন্যান্য ভ্রাতাগণ, যাহারা জনগণকে ইসলাম হইতে রোধ করে, এই পারশ্য বংশীয় পুরুষ অর্থাৎ এই অধম তাহাদের রদ লিখিয়াছেন। খোদা তাহার এই সেবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।"

স্পষ্ট কথা, এই কার্য্য অর্থাৎ খৃষ্টানগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ইহা মসিহ্ মাউদের মৌলিক সেবা।

সুতরাং, যদি পারশ্য বংশীয় ব্যক্তি মসিহ্ মাউদ নহেন, তবে কেন মসিহ্ মাউদের দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্য পারশ্য বংশীয় ব্যক্তির প্রতি সোপর্দ্দ করা হইয়াছে?

ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, পারশ্য বংশীয় পুরুষ ও **মসিহ্ মাউদ** একই ব্যক্তির নাম বটে। যেমন, কোরান শরীফে ইহারই প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাহা এই :—

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم

অর্থাৎ, "আঁ-হজরতের (সাঃ) সাহাবাগণের মধ্যে আরো এক সম্প্রদায় আছে, যাহা এখনো প্রকাশ পায় নাই।"

ইহা ত স্পষ্ট কথা—**সাহাবা** তাঁহাদিগকেই বলা হয়, যাঁহারা নবীর সময়ে বিদ্যমান থাকেন এবং ইমানের অবস্থায় তাঁহার সঙ্গ স্বরূপ পরম সৌভাগ্য লাভ করেন এবং তাঁহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত-হন।

সুতরাং, ইহাতে ইহাই নির্ণীত হয় যে, ভবিষ্যৎ জাতিতে **একজন নবী** হইবেন, যিনি আঁ-হজরতের (সাঃ) 'বরুজ' বা প্রতিবিম্ব ও প্রতিচ্ছায়া হইবেন। এই নিমিত্ত তাঁহার সাহাবাগণ আঁ-হজরতের (সাঃ) সাহবা নামে অভিহিত হইবেন এবং সাহাবা

( রাজি-আল্লাহু-আন্‌হুম ) যেমন তাঁহাদের ধরণে খোদাত'লার পথে ধর্ম্ম-সেবা, দ্বীনী-খেদমত করিয়াছিলেন—সেইরূপ তাঁহারা তাঁহাদের ধরণে তাহা করিবেন।

বস্তুতঃ, এই আয়েত আখেরী জামানায় এক জন নবী আবির্ভূত হওয়া সম্বন্ধে একটি **ভবিষ্যদ্বাণী**। নতুবা কোন হেতু নাই, কেন এইরূপ ব্যক্তিগণের নাম রসুলুল্লাহ্‌র সাহাবা রাখা হয়, যাঁহারা আঁ-হজরতের (সাঃ) পর জন্মগ্রহণ করিবেন এবং আঁ-হজরতকে (সাঃ) দেখিবেন না।

উপরোক্ত আয়েতে ত বলা হয় নাই—لا منة وآخرين من ( "এবং ওম্মতের অন্যান্যগণের মধ্যে"—অনুবাদক ) বরং বলা হইয়াছে, وآخرين منهم ( "এবং তাহাদের অন্যান্যগণের মধ্যে"—অনুবাদক )। সকলেই জানে যে, منهم ব্যাকাংশস্থ সর্ব্বনাম, সাহাবাগণের ( রাজি-আল্লাহু'আলহুম ) প্রতি নির্দ্দেশ করে। সুতরাং, সেই সম্প্রদায়ই মাত্র منهم ( "তাঁহাদের মধ্যে" —অনুবাদক ) প্রবিষ্ট হইতে পারে, যাঁহাদের মধ্যে **এইরূপ রসুল** বিদ্যমান থাকেন, যিনি আঁ-হজরতের (সাল্লাল্লাহু-আলায়হে-ও-সাল্লাম ) "বরুজ" বা প্রতিবিম্ব।

খোদা-তা'লা আজ হইতে ২৬ বৎসর পূর্ব্বে আমার নাম 'বারাহীনে-আহ্‌মদীয়ায়' **মোহাম্মদ** ও **আহ্‌মদ** রাখিয়াছেন এবং আমাকে আঁ-হজরতের ( সাল্লাল্লাহু-আলায়হে-ও-সাল্লাম ) **"বরুজ"** নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

এই নিমিত্তই 'বারাহীনে-আহ্‌মদীয়ায়' মানবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছেন :—

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله

( বল, "যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন"—অনুবাদক) তারপর বলিয়াছেন :—

كل بركة من محمد صلى الله عليه وسلم فتبارك من علم وتعلم

( "সকল আশীষই মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু-আলায়হে-ও-সাল্লাম হইতে—ধন্য তিনি যিনি শিক্ষা দেন এবং যাঁহাকে শিক্ষা প্রদত্ত হয়"—অনুবাদক )।

যদি কেহ এই বলে, কিরূপে জানা যায় যে, হাদিস لو كان الايمان معلقا بالثريا لنا له رجل من فارس - ( "যদি ইমান সুরাইয়া নক্ষত্রেও প্রস্থান করে, তবু পারশ্য-বংশীয় এক ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হইবে।"—অনুবাদক ) এই অধমের সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই ওম্মতের মধ্যে অন্য কাহারো সম্বন্ধে নহে—তবে ইহার উত্তর এই যে, 'বারাহীনে-আহ্‌মদীয়ায়' বারম্বার এই হাদিসের 'মেস্‌দাক' বা সত্যতা-প্রকাশক বলিয়া আমাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং পরিষ্কার বলা হইয়াছে, যে, তাহা আমারই সম্বন্ধে বটে।

আমি খোদা-তা'লার কসম (শপথ) করিয়া বলিতেছি যে, ইহা খোদা-তা'লার 'কালাম', তাঁহার বাণী—যাহা আমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে।

ومن ينكربه فليبارز للمباهلة ولعنة الله على كذب الحق او افترى على حضرة العزة -

("যে ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করে, সে মোবাহালার জন্য বাহির হইয়া আসুক এবং আল্লাহ্‌র 'লানত' সেই ব্যক্তির উপর—যে ব্যক্তি সত্যকে মিথ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, কিম্বা আল্লাহ্‌র নামে প্রবঞ্চনা করে।"—অনুবাদক )

এই দাবী ওম্মতে মোহাম্মদীয়ার মধ্য হইতে আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন ব্যক্তি কদাপি করে নাই যে, খোদা-তা'লা তাহার এই নাম রাখিয়াছেন এবং খোদা-তা'লার ওহি দ্বারা শুধু আমি এই নামের অধিকারী।

আর এই কথা বলা যে, নবুওতের দাবী করা হইয়াছে। ইহা কিরূপ অজ্ঞতা, নির্ব্বুদ্ধিতা! ইহা সত্য হইতে কত দূরীভূত!

হে মূঢ়গণ, **নবুওতের আমি এ অর্থ** করি না যে, "না-আউজু-বিল্লাহ্‌" ( আমি আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হই ) আমি আঁ-হজরতের ( সাঃ ) প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হইয়া নবুওতের দাবী করি, কিম্বা কোন নূতন শরীয়ত বা ধর্ম্ম-বিধান আনিয়াছি। আমি নবুওত দ্বারা মনে করি—শুধু বহুল পরিমানে আল্লাহ্‌-তা'লার সহিত বাক্যালাপ—"কাস্‌রাৎ মুকালামাত মুখাতাবাত এলাহীয়া"—যাহা আঁ-হজরতের ( সাঃ ) অনুবর্ত্তিতা দ্বারা লব্ধ হয়।

খোদাতা'লার সহিত বাক্যালাপ "মোকালামা মোখাতাবা" —আপনারাও স্বীকার করেন। অতএব, ইহা শুধু শাব্দিক দ্বন্দ, অর্থাৎ আপনারা যাহার নাম "মোকালামা-মোখাতাবা"

(খোদাতা'লার সহিত বাক্যালাপ) রাখেন, আমি তাহার বহুলতা বা প্রাচুর্য্যের (كثرت) নাম আল্লাহ্-তা'লার আদেশানুযায়ী **'নবুওত'** রাখি।

ولكل ان يصطلح

("প্রত্যেকেরই স্ব স্ব পরিভাষা থাকিতে পারে।"

আমি সেই খোদার **কসম** (শপথ) করিয়া বলিতেছি, যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে—তিনিই আমাকে **প্রেরণ** করিয়াছেন এবং তিনিই আমার নাম 'নবী' রাখিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে মসিহ্ মাউদ নামে আহ্বান করিয়াছেন এবং তিনিই আমার সত্যতা নির্দ্দেশের জন্য অতীব মহান নিদর্শন সমূহ প্রকাশ করিয়াছেন—যাহা তিন লক্ষ পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছে ও তন্মধ্যে নমুনা স্বরূপ কতক এই গ্রন্থেও লিখিত হইয়াছে।

যদি তাঁহার **'মোজেজা'** সম্পন্ন ক্রিয়া ও দেদীপ্যমান নিদর্শন সমূহ—যাহা সহস্র সহস্র সংখ্যায় উপনীত হইয়াছে—আমার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান না করিত, তবে আমি তাঁহারই বাক্যালাপ—"মোকালামা"—কাহারো নিকট প্রকাশ করিতাম না এবং **নিশ্চিতরূপে** বলিতে পারিতাম না যে, ইহা তাঁহারই "কালাম" বা বাণী।

কিন্তু, তিনি তাঁহার বাক্যের সমর্থনে সেই সকল কার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার অবয়ব প্রদর্শনের জন্য একটি পরিস্কার ও উজ্জল দর্পণের কার্য্য করিয়াছে। *

---

# জগৎ আমাদের

**পূর্ব্ব আফ্রিকায় তবলীগ**—পূর্ব্ব আফ্রিকার মোবাল্লেগ মৌলবী সেখ মোবারক আহমদ সাহেব জানাইয়াছেন যে, বিগত তিন মাসে তিনি কেনিয়া কলনি ও টাঙ্গানিকার গবর্ণর দ্বয় এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণকে সাক্ষাৎ ভাবে এবং ডাক যোগে 'সান্‌রাইজ' পত্রিকা সরবরাহ করিয়া তবলীগ করিয়াছেন। সোয়াতী ভাষায় 'আস্‌মানী আওয়াজ' ট্রাক্টের তিন হাজার কপি প্রকাশ করিয়া পূর্ব্ব আফ্রিকায় আগাখানী ও বোরা সম্প্রদায়ে এবং নীরবী অঞ্চলে বিতরণ করা হইয়াছে। উক্ত ট্রাক্টে হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) ফটোও সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। 'সোওয়াহেলী' পত্রিকার জুবিলী সংখ্যা প্রকাশ করিয়া প্রায় দুই হাজার কপি আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। স্থানীয় খোদ্দামুল্-আহ্‌মদীয়া সমিতির পক্ষ হইতে হজরত আমিরুল্-মোমেনীনের (আইঃ) 'পয়গাম' (যাহা তিনি বিগত জলসার সময় দিয়াছিলেন) এবং হজরত মসিহ্ মাউদের পুস্তকাদির উদ্ধৃতাংশ পুস্তাকারে প্রকাশ করিয়া বিতরণ করা হইয়াছে। কতিপয় অমোসলমান ভ্রাতা গোরমুখী ভাষায় কোরানের অনুবাদ, "আহমদীয়ত বা প্রকৃত ইসলাম" এবং সিলসিলার অন্যান্য পুস্তকাদি পাঠ করিতেছেন। জেলখানায় যাইয়া প্রত্যেক রবিবার ধর্ম্ম ও নৈতিক বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করা হইতেছে। কতিপয় কয়েদী সিলসিলার পুস্তকাদি পাঠ করিতেছে। টুবুরায় প্রত্যহ হাদীস শরীফের 'দরস্' (অধ্যাপনা), নিরোবীতে সপ্তাহে এক দিবস পুরুষদের মধ্যে এবং এক দিবস স্ত্রীলোকদের মধ্যে 'দরস' দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত কোরানের অনুবাদ শিক্ষা দিবার জন্য সপ্তাহে দুই দিবস ক্লাস করা হয়। দারুস্-সালাম এবং কাম্পালাতেও রীতিমত দরস জারি আছে।

দারুস্-সালাম ও নীরবীতে খেলাফত জুবিলী উপলক্ষে মিটিং, সাধারণ নিমন্ত্রণ ও গার্ডেন পার্টি করা হয়। গার্ডেন পার্টিতে সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয়ান, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও বিভিন্ন জাতির বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় লোকগণকে নিমন্ত্রণ করা হয়। হিজ্ এক্‌সেলেন্সী একটিং গবর্ণর মিষ্টার হরীগণও পার্টিতে যোগদান করেন। সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ শাহ্ সাহেব গবর্ণর বাহাদুরকে সিলসিলার অবস্থা, আহমদীয়তের উন্নতি এবং হজরত আমিরুল মোমেনীনের (আইঃ) মহান ব্যক্তিত্ব ও খেলাফতের মর্য্যাদা সংক্রান্ত বহু কথা বুঝাইয়া বলেন। অন্যান্য আহমদী বন্ধুগণও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তিগণকে আহমদীয়া মতবাদ সম্বন্ধে জ্ঞাত করেন। সর্ব্বশেষে গবর্ণর বাহাদুর বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি ধন্যবাদ দিয়া বলেন, "এত বড় জমাত সম্বন্ধে আমরা কমই খবর রাখি। আমি এই জমাতের বিষয় পাঠ করিবার আকাঙ্খা পোষণ করি।" পার্টি শেষে গবর্ণর বাহাদুরকে এক

কপি "Ahmadiyyat or True Islam" দেওয়া হইয়াছে। তিনি ধন্যবাদ দিয়া জানাইয়াছেন যে, তিনি এই পুস্তকখানা পাঠ করিয়া সিলসিলা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে মৌখিকও আলোচনা করিবেন। আল্লাহ্‌তা'লা এই তবলীগ কার্য্য মোবারক করুন।

**লণ্ডন**—আমাদের লণ্ডনের মোবাল্লেগ সাহেব জানাইয়াছেন যে, বিগত ঈদের নামাজ উপলক্ষে বহু নো-মোসলেম আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নি কেবল পবিত্র ঈদ অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য দূর দূরান্তর হইতে লণ্ডন মসজিদে আগমন করেন। মিষ্টার খালেদ ডিকন্‌স্‌ সপরিবারে ওয়েলিংটন হইতে ও মিষ্টার বেক্‌স্‌ সপরিবারে কেন্ট হইতে আগমন করেন—এইরূপ আরো ভ্রাতাভগ্নি বহু দূর হইতে আগমন করেন।

ইণ্ডিয়া কাউন্‌সেলের মেম্বর সার হুসেন সারওয়ারদী এবং মিসর গবর্ণমেণ্টের লণ্ডনস্থ রাজদূত হিজ্‌ এক্‌সেলেন্সি হুসেন নেসাত পাসা আমাদের লণ্ডন মস্‌জিদ দেখিবার জন্য আগমন করেন। তাঁহারা উভয়েই মসজিদ ও মসজিদ প্রাঙ্গন দর্শন করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছেন। আমাদের মোবাল্লেগ সাহেব তাঁহাদিগকে আমাদের সিলসিলার কতিপয় পুস্তক উপহার দিয়াছেন।

## সাইকেলে ৬৫ মাইল তবলীগী টুর

বিগত মর্চ্চ মাসে আমাদের অনারারী কর্ম্মী মৌলবী মোহাম্মদ হানীফ কোরেশী সাহেব বাকুড়া হইতে বারনপুর পর্য্যন্ত প্রায় ৬৫ মাইল সাইকেলে পর্য্যটন করেন এবং প্রায় ১০০০ লোককে হজরত মসিহ্‌ মাউদের (অঃ) পয়গাম পৌছান। খোদাতা'লা তাহার এই জেহাদকে বা-বরকত করুন এবং তাঁহাকে আরো তবলীগ করিবার সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিউন—আমীন।

## কলিকাতায় তবলীগ

বিগত ৯ই মার্চ্চ মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব—আহমদীয় মিশনারী, মৌলবী দৌলত খান খাদেম বি-এল এবং অপর একজন ভ্রাতা রামকৃষ্ণ মিশনে গমন করতঃ হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) ব্রড্‌কাষ্ট লেকচার "Why I belive in Islam" বিতরণ করেন। তথায় তখন Ancient Indian Culture সম্বন্ধে বক্তৃতা হইতেছিল এবং বহু শিক্ষিত হিন্দু মোসলেম ভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত মোলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগণের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতঃ তবলীগ করিতেছেন। ফলে দারুৎ-তবলীগে অনবরতই সত্যানুসন্ধিৎসুগণ আগমন করিতেছেন। দারুৎ-তবলীগে মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব কর্ত্তৃক রীতিমত কোরানের 'দরস্‌' (অধ্যাপনা) হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ৭৫নং কলেজ ষ্ট্রীটেও সপ্তাহে চারি দিন করিয়া কোরানের 'দরস্‌' হয়। প্রত্যেক রবিবারে খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মেম্বরগণের মিটিং হয়। ১৬ই মার্চ্চ তারিখে কলেজ স্কুয়ারে এক পাবলিক মিটিং হয়। তাহাতে মৌলবী দৌলত আহামদ খাঁন বি-এল ও মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব বক্তৃতা প্রদান করেন। মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবের আগমনের পর দারুৎ-তবলীগে সাপ্তাহিক তবলীগী সভার অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। ১৭ই মার্চ্চ তারিখে মৌলবী হুস্‌সাম-উদ্দীন হায়দর সাহেব রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এর সভাপতিত্বে এক সভা হয়। মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল "খোদাতা'লার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রান্ত ধারণা"। এই বিষয়ের উপর বিগত মার্চ্চ মাসে তিনি আরো দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত ৩১শে মার্চ্চ তারিখ তিনি ও মৌলবী দৌলত আহমদ খাঁ খাদেম সাহেব কলেজ স্কুয়ারে পুনঃ বক্তৃতা প্রদান করেন। উভয়ের বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গ বড়ই আপ্যায়িত হন।

## কাদিয়ান সংবাদ

হজরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহর (আইঃ) স্বাস্থ্য বর্ত্তমানে খোদাতা'লার ফজলে ভাল। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার স্বাস্থ্য কায়েম রাখেন—আমীন!

হজরত ওম্মুল-মোমেনীন (মদঃ), সাহেবজাদা মীরজা মোজাফ্‌ফর আহমদ সাহেব আই-সি-এস ও তদীয় বেগম সাহেবা সহ গোরগাও হইতে এবং সৈয়দা নোওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা মালিরকোট্‌লা হইতে ১৩ই শাহাদত মোতাবেক ১৩ই এপ্রিল কাদিয়ান আগমন করিয়াছেন।

## সাহেবজাদা মীরজা জাফর আহমদ সাহেবের বিবাহোৎসব

বিগত ১১ ই মে, ১৯৩৯, হজরত মীরজা জাফর 'আহমদ সাহেব বি-এ, বার-এট-ল এর সহিত জোনাব মীরজা আজীজ আহমদ এম-এ সাহেবের কন্যার বিবাহের আক্‌দ বা বিবাহ-বন্ধন-কার্য্য সম্পাদিত হয়। বর্ত্তমান ১১ই এপ্রিল তারিখে এই বিবাহের রুখ্‌ছতানা

( কন্যাকে স্বামীর গৃহে আনয়ণ উৎসব ) সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। হজরত আমিরুল-মোমেনীন (আইঃ), হজরত ওম্মোল-মোমেনীন (মদঃ) এবং খান্দানে—নবুওতের অন্যান্য ব্যক্তিগণ ব্যতীত আরো বহু বন্ধু এই উৎসবে যোগদান করেন। ৫টার সময় বরকে নিয়া বরযাত্রীগণ হজরত মীরজা শরীফ আহমদ সাহেবের বাড়ী হইতে পদব্রজে রওয়ানা হন। বরের গলায় ফুল হারই তাঁহার বৈশিষ্ট ছিল। বর কণের গৃহে পৌঁছিলে কণের পিতা বরের গলায় ফুলের হার ঢালিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর কিছু পানাহারের পর হজরত আমিরুল-মোমেনীন (আইঃ) উপস্থিত বন্ধুগণ সহ দোয়া করেন। মগরেবের পর ফুলসজ্জিত মটরে বর ও কণে বর-গৃহে গমন করেন। আল্লাহ্‌ তা'লা এই বিবাহকে মোবারক করুন।

**ঢাকা দারুৎ তবলীগ**—১৩ই মার্চ্চ তারিখে স্থানীয় দারুৎ তবলীগে খোদ্দামুল-আহ্‌মদীয়ার এক সভার অধিবেশন। বীরপাইকশা আঞ্জোমন আহমদীয়ার সেক্রেটারী মৌলবী হাশীমউদ্দীন সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় মিষ্টার মোস্তাফা আলী, মিঃ মীরজা আলী ও হেকীম সাজেদুর রাহমান সাহেব 'আমালে—সালেহ্‌' বা 'প্রকৃত পুণ্য কাজ' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

## ঢাকা দারুৎ-তবলীগে শুভ-বিবাহ

১৪ ই মার্চ্চ তারিখে স্থানীয় দারুৎ তবলীগে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মৌলবী এ, এম, কাজী খলিলুর রাহমান সাহেব বি-এ, বি, সি, এস, এর প্রথমা কন্যা মোসাম্মত সালেহা বেগম সাহেবার সঙ্গে আমাদের অন্যতম শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মৌলবী আজীমুদ্দীন বি-এ সাহেবের প্রথম পুত্র মৌলবী আবুল বশর মোহাম্মদ আইয়ুব বি-এ সাহেবের বিবাহের 'আক্‌দ্‌' ( বিবাহ-বন্ধন-কার্য্য ) মোবলগ এক হাজার টাকা দেন-মোহরে সম্পাদিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ ! বিবাহ সম্পূর্ণ ইসলামীক সৌন্দর্য্য ও সরলতা সহকারে সম্পাদিত হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজফর উদ্দীন চৌধুরী বি-এ সাহেব এই শুভ বিবাহ ঘোষণা করেন এবং দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে এক হৃদয় গ্রাহী খোৎবা প্রদান করেন।

বিবাহ ঘোষণার পর সকলে মিলিয়া দোয়া করেন। অতঃপর সুন্নত অনুযায়ী উপস্থিত ভ্রাতৃ মণ্ডলীকে খোরমা বিতরণ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

রুখ্‌সাতানা বাকী রহিয়াছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মৌলবী এ, এম, কাজী খলিলুর রাহমান সাহেব এই শুভ কার্য্য উপলক্ষে নশর-এশাত বা প্রচার কার্য্যের জন্য মং ৫৲ টাকা চাঁদার ওয়াদা করিয়াছেন।

আমাদের দারুৎ-তবলীগে এই প্রথম বিবাহ। অল্লোহ্‌তা'লা ইহা মোবারক করুন আমিন।

পাত্র পক্ষের বিশেষ অনুরোধে বিবাহের আক্‌দের তারিখ অতি তাড়াতাড়ি নির্দ্ধারিত হওয়ায় আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মৌলবী খলিলুর রাহমান সাহেব তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণকে আক্‌দা সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিতে পারেন নাই। তজ্জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে তাঁহার ৪ বৎসরের একটি শিশু মেয়ে নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া ৪।৫ মাস যাবৎ পীড়িত থাকায় তিনি মেয়েকে নিয়া অতি ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। যাহা হউক সমগ্র আহ্‌মদী ভ্রাতাভগিনীগণের নিকট নিবেদন যে তাঁহারা যেন মেয়েটীর সুস্থতার জন্য খাছ ভাবে দোয়া করেন ॥


# পুণ্য সঞ্চয়ের সুবর্ণ সুযোগ !

## স্বয়ং 'আহমদীর' গ্রাহক হউন ও গ্রাহক সংগ্রহ করুন !!